ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 October, 2023 ■ আগরতলা ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

দু'দেশের স্বপ্নের রেল এল নিশ্চিন্তপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পথে পা বাড়িয়েছে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প। বহু প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছেছে। তাই আজ বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পণ্যবাহী ট্রেন চলেছে। চারটি বগি নিয়ে ওই ট্রেন আজ সাড়ে বারটায় ভারত-বাংলা সীমান্তে এসে পৌছেছে। উৎসাহী বহু স্থানীয় মানুষ সীমান্তে এবং নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে দাড়িয়ে ওই ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী থেকেছেন। ওই ট্রেনে লোকো মাস্টার ও সহকারী লোকো মাস্টার সহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ছয়জন কর্মকর্তা এসেছেন।

আগামী ১ নভেম্বর সম্ভবত ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উপস্থিতিতে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সকাল এগারটায় ওই অনুষ্ঠানের সূচী নির্ধারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন হয়েছিল। কিন্তু, মাঝে সারা বিশ্বে করোনার প্রকোপের প্রভাব ওই প্রকল্পেও পড়েছে। করোনার জেরে রেল লাইন নির্মাণ কাজে বিলম্ব হয়েছে।

অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। অবশ্য, আপাতত দুই দেশের মধ্যে পণ্যবাহী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ে বাড়ছে ম্যালেরিয়া, গন্ডাছড়ায়

আক্রান্তের মৃত্যু ঃ হাসপাতালে ৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডছড়া, ৩০ অক্টোবর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। গন্ডাছড়ায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। আরো বেশ কয়েকজন গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গন্ডাছড়া থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, জগবন্ধু পাড়ার বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক বালিকার মৃত্যু হয়েছে।

মৃত পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ধলাই জেলার এডিএম, ই,এম রাজেশ ত্রিপুরা,এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক। ঘটনা জগবন্ধু পাড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মোহিনী পাড়ায়। একই পরিবারের চারজন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জগবন্ধু পাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তিনজনের ম্যালেরিয়া পিএফ পাওয়া যায়। তার মধ্যে নাবালিকা কন্যা তুলসী রানী ত্রিপুরা(১২) গত ২৭ তারিখ শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আছেন ধলাই জেলার এডিএম। এখনো পর্যন্ত ৭ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তার মধ্যে ৬ জনই ম্যালেরিয়া পজেটিভ বলে খবর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছয়জনের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

এদিকে ম্যালেরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধলাই জেলাতে ডেঙ্গোর চোখ রাঙানি শুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। মাছলি এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র সাহা শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে। এছাড়া তাপস দেব ৮২ মাইলের বাসিন্দা তার শরীরেও ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নতুন করে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া ধলায় জেলায় মাথা ছাড়া দিয়েছে ধলাই জেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবেগে ভাসল দাদু-নাতিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ট্রেন আসছে, জীবদ্দশায় দেখতে পারব ভাবিনি কখনো। আজ নিশ্চিন্তপুরে আগরতলা-আখাউড়া প্রকল্পে পণ্যবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল সাক্ষী থাকতে পেরে এভাবেই আবেগে ভাসেন ষাটোর্দ আন্নান মিয়া। নাতিন-কে সাথে নিয়ে ট্রেনের মহড়া দেখে গেছেন তিনি। তাঁর দাবি, এই রেল প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি দিয়েছি। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে আরও জমি চাইছে। উন্নয়নের প্রশ্নে আরও জমি দিতে প্রস্তুত আছি।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক দিনে দিনেই সুমধুর হচ্ছে। দুই দেশ সমস্ত ক্ষেত্রেই একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্ভব। ফলে, বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উপকৃত করবে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্প এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌছেছে। আগামী ১ নভেম্বর ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে ওই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সেই উপলক্ষ্যে আজ বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে ত্রিপুরায় নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাফিয়ে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম!

প্রতি কিলো ৭০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। হঠাৎ করে বাজারে পেঁয়াজের মূল্য উর্ধমুখী। ৫০ টাকা থেকে একলাফে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ। এক সপ্তাহের মধ্যে একলাফে ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পেঁয়াজের দাম। স্বাভাবিকভাবেই এতে চরম ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। কি কারনে হঠাৎ করে এই মূল্যবৃদ্ধি,তার কোন উত্তর দিতে পারছেন না বিক্রেতারা।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির ছ্যাঁকা এখন ত্রিপুরাবাসীর শরীরেও লেগেছে। রাজ্যের বাজার গুলিতে আচমকা পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের। একলাফে প্রতি কেজিতে পেঁয়াজের দাম ২০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবে মাত্র শারদোৎসব ও কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো শেষ হয়েছে। এবার অপেক্ষা কালীপুজোর। উৎসবের মধ্যে পকেটে এমনিতেই টান পড়েছে সাধারণ মানুষের। কারণ, পুজো পার্বণে খরচ বাড়ে আমজনতার। তার মধ্যে উৎসবের মরশুমে বাজারে হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে পেঁয়াজের দাম। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরায়ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন মামন মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রবিবার গভীর রাতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিনের অভিযানে নেশা জাতীয় কফ সিরাপ ৩৫০ বোতল, ফেন্সিডিল ২,৬৬৫ বোতল এবং ৪৮,০০০ নেশা জাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। তবে পুলিশ এইদিন কাউকে আটক করতে পারে নি। পুলিশের অভিযানের আগাম খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বাড়ির মালিক সহ অন্যান্যরা।

বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, ওনাদের নিকট গোপন সংবাদ আসে মামন মিয়ার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই মোতাবেক গোকুলনগরস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

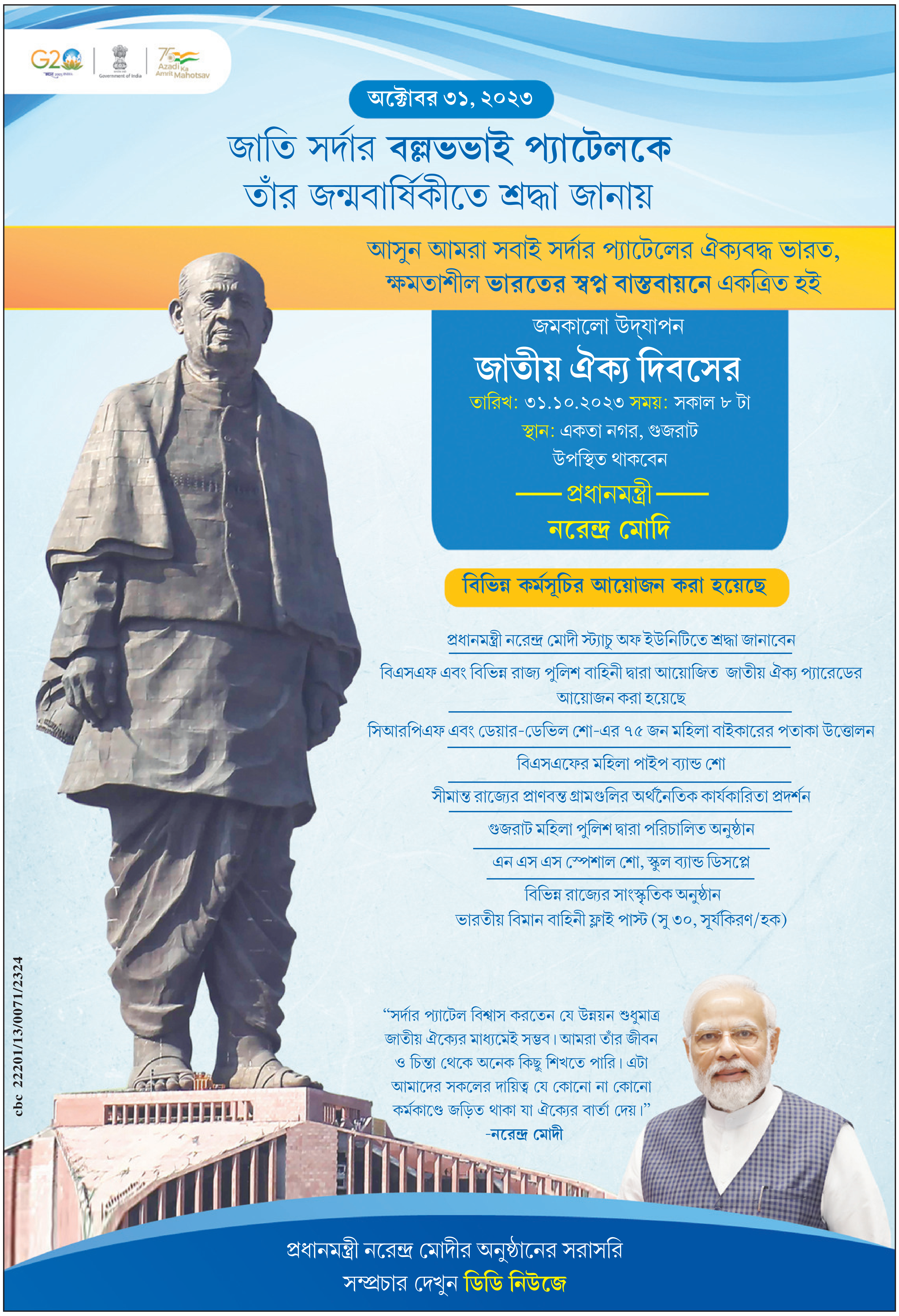

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫ ▫ ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ১৩ কার্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সংরক্ষণ ইস্যুতে তুলকালাম

মারাঠা সংরক্ষণ ইস্যু এবার হিংসার রূপ নিল। এবারে এনসিপি বিধায়ক প্রকাশ সোলাঙ্কের বাড়ি ভাঙচুর করিয়া আগুন লাগাইয়া দিল আন্দোলকারীরা। ঘটনাটি ঘটিয়াছে মহারাষ্ট্রের বিড জেলায়। বাড়িতে থাকা গাড়ি লক্ষ্য করিয়া ঢিলও ছোঁড়া হইয়াছে। গোটা ঘটনার নিন্দা করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন প্রকাশ সোলাঙ্কে। তিনি জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন।মারাঠা সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন এবার হিংসার রূপ নিল। আন্দোলকারীরা এনসিপি অজিত গোষ্ঠীর বিধায়ক প্রকাশ সোলাঙ্কের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করিল। সংরক্ষণ নিয়া শুরু হওয়া আন্দোলন নিয়া বিরূপ মন্তব্যেরে জেরে আন্দোলনকারীরা বিধায়কের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে মহারাষ্ট্রের বিড জেলায়।সরকারি ক্ষেত্রে মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে শুরু
হইয়াছে আন্দোলন। সংরক্ষণের দাবিতে অনশন শুরু করিয়াছেন আন্দোলনকারীদের নেতা মনোজ জারাঙ্গে পাতিল। এই অনশন নিয়া বিরূপ মন্তব্য করেন এনসিপির অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর নেতা তথা বিধায়ক প্রকাশ সোলাঙ্কে। বিধায়কের মন্তব্য নিয়া ক্ষোভ উগরে দেন প্রতিবাদীরা। তারই জেরে সোমবার বিধায়কের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে তারা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হইয়াছে যে অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করে প্রতিবাদীরা। বাড়ির বাইরে থাকা একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিলও ছোঁড়া হইয়াছে। ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হামলার ঘটনার নিন্দা করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন প্রকাশ সোলাঙ্কে। তিনি জানাইয়াছেন যে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার সময় বাড়িতেই ছিলেন।তবে, এতে পরিবার বা তাহার দেহরক্ষীদের কোনও ক্ষতি হয়নি ।আন্দোলনকারীরা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি করিয়াছে।বিধায়কের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের একটি ভিডিয়ো সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হইয়াছে।

তবে, সঙ্গে সঙ্গে বিধায়কের বাড়ির লোকজন আগুন নিভাইয়া ফেলায়, বড়সড় দুর্ঘনার হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছে। এদিকে, মারাঠা সংরক্ষণের আঁচ পড়িয়াছে পুনেতে আয়োজিত শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ক্রিকেট বিশ্বকাপ ম্যাচে। কালো পোশাক পরা সমস্ত দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢুকিতে দেওয়া হয়নি । আন্দোলনকারীরা স্টেডিয়ামে ঢুকে ম্যাচ চলাকালীন বিক্ষোভ দেখাইতে পারে, এই আশঙ্কায় এই সিদ্ধান্ত।প্রসঙ্গত, সরকারি ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রে মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে আরও তীব্র হইতেছে আন্দোলন। নতুন করিয়া আরও এক আন্দোলনকারী আত্মঘাতী
হইয়াছে। গত শুক্রবার পুলিশের সামনেই এই আত্মহননের ঘটনা ঘটিয়াছে। এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত তিনজন আন্দোলকারী আত্মঘাতী হইলেন। এর আগে হিঙ্গলি জেলা এবং মুম্বইয়ের বান্দ্রা অঞ্চলে দুই আন্দোলনকারী আত্মঘাতী হইয়াছিলেন। সরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবিতে গত ২৯ অগস্ট থেকে অনশন ধর্মঘটে বসিয়াছেন মারাঠি নেতা মনোজ জারাঙ্গে পাতিল। অনশন প্রত্যাহার করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে আবেদন করিলেও, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তিনি। এ নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারকে কটাক্ষ করিয়াছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। রাজ্য সরকারের নীতিই এজন্য দায়ি বলিয়াও অভিযোগ করিয়াছেন তিনি।

স্ত্রীর মাথা এবং মুখে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপালেন ৮৮ বছরের বৃদ্ধ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার তিলজলা এলাকায়। বৃদ্ধার মাথা, মুখে আঘাত লেগেছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ৮৮ বছরের এক বৃদ্ধ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর স্ত্রীর মাথা এবং মুখে একাধিক বার আঘাত করেন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত ৬৩ বছর বয়সি জামিলা বেগমকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর পুত্র। পারিবারিক বিবাদের কারণেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বৃদ্ধ মহম্মদ কাসেমকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঠিক কী নিয়ে বাড়িতে গোলমাল বেধেছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেরলে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে : জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : কেরলে রক্ষকই হয়ে উঠেছে ভক্ষক। কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সোমবার তিরুবনন্তপুরমে সচিবালয়ের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি। ভাষণে তিনি বলেন, কেরলে রক্ষকই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। রবিবার কেরল রাজ্যের একটি খ্রিস্টান কনভেনশন সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডেও নাড্ডা বিজয়ন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন।

জেপি নাড্ডা আরও অভিযোগ করেন যে, রাজ্যের যুবকরা মাদকের ব্যবহারে জড়িয়ে পড়ছে তা দেখেও কেরল সরকার নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, জেনে অবাক হবেন যে, গত বছর ১৬ হাজার ৭৫২টি মাদকের মামলা হয়েছে। কেরল সরকার মদের সেবন বাড়াচ্ছে। কেরল রাজ্য সরকার অবৈধ মদ বিতরণকারী ব্যবসায়ীদের রক্ষা করছে। কেরল সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী জল জীবন মিশনের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু পিনারাই বিজয়ন সরকার মাত্র ১২ লক্ষ মানুষকে জল সংযোগ দিয়েছে।

বেলগাছে গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ অক্টোবর, (হি.স.): বালিচক ও ডুঁয়া রেল স্টেশনের সামনের ঘটনা। সেখানেই অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে স্থানীয় এক বাসিন্দা রেল লাইনের পাশে একটি বেলগাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবককে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই খবর চাউর হয়ে যায় এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মারফত নিকটবর্তী রেল স্টেশন ও প্রশাসনে খবর দেওয়া হয়। এলাকাবাসীদের দাবি, এর আগে ওই এলাকায় যুবককে কখনও দেখানি। তাই কীভাবে সেখানে ওই যুবকের দেহ এলাকায় এসেছে তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ।

ধৃত মন্ত্রীর দাদার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শুভেন্দু

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): বন্দি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দাদা দেবপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ”পাবলিক সার্ভিস কমিশনটা লুঠ করেছে তো। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দীর্ঘদিনের মেম্বার দেবপ্রিয় মল্লিক।” প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দাদা পেশায় একজন চিকিৎসক। এছাড়াও তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। যাকে নিশানা করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ”পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দু-নম্বরির মাস্টার।

বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সামগ্রী আজও আকর্ষণ হারায়নি

বাংলায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কৌম নর-নারীরা মাটি-বাঁশ-কাঠের মতো সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প বস্তুগুলি তৈরি করেছে। গ্রামবাংলার মাটির চালাঘর মূলত দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ বা বাঁশের খুঁটির জোরে। ঘরামিরা ধাপে ধাপে ধাপে কাদা দিয়ে দেওয়াল তোলে; সূত্রধররা কাঠ দিয়ে নানা শৈল্পিক ভঙ্গিতে তৈরি করে দেন চালাঘরের চাল ধরে রাখার কাঠামো, বারুইরা খড় ও বাঁশ-বেত দিয়ে ঘরের চাল ছেয়ে দেন। ঘরের ভেতরের অংশটি সেজে ওঠে চালের ভার বহনকারী বামন আকৃতির কাঠের পুতুল, খোদাই করা কাঠের নানা কারুকাজে এবং বেত, সরকাঠি, ময়ূর-মাছরাঙার মতো রঙিন পাখির পালকে। বাঁশ-বেতের ভেনকি তাক এবং নকি ছাদতো রয়েইছে। চারকোণে ঝোলানো হয় বেতের তৈরি আনারস। নকশি কাঁথা কিংবা শীতলপাটির চাঁদোয়া টাঙ্গানোর ঝোঁকও ছিল। অবশ্য এ ছবিগুলো হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব পায় মণিমুক্তোর ঝালর ও সোনার টুনিতে সাজানো মনসামঙ্গলে উল্লেখিত ‘উদয় তারা ঘর’। ধানের মরাই দেখা যায়; কিন্তু হারিয়ে গেছে ধান ও কুঁড়ো মজুত রাখার জন্য তৈরি বাঁশের গোল কাঠামোর মাটির প্রলেপ চাপানো ডলো।

উৎসবের দিনে বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বাঁধা চোঙা-মাইক; এ দৃশ্য যেমন হারিয়েছে, তেমনি হারিয়ে গেছে উনুনশাল সংলগ্ন রান্নাঘরে আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা বাঁশে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া শিকের গুরুত্ব। খাদ্যাদি রাখার জন্য রঙিন সুতো পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। ফাঁস তোলা ও বিনুনী গাঁথার কৌশলে তৈরি। প্রয়োজনে ভেতরের শূন্য অবস্থানটিকে সঠিক রূপ দিতে থাকে থাকে সাজানো সরু কঞ্চির বেড়ি। উনুন শালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল ছিদ্র করা বাঁশের চোঙ। মাটির উনুনের জ্বালানি ঢোকানোর পথে কিংবা গুল-ঘুঁটে সাজানো উনুনের নীচের বড় ছিদ্রপথে বাঁশের চোঙটি ঢুকিয়ে ফুঁ দিয়ে আঁচের আগুন তোলা হতো।

ছিদ্রহীন চোঙে রাখা হতো তেল এবং দুধ-দই। এক্ষেত্রে ওপরের অংশটি একটু চেরা করে কোটা। জাপানে বাঁশের চেরার মগ ছিল অবর্ণনীয়। বাঁশের চাচাড়ি দিয়ে তৈরি হয় দরমার বেড়া। শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার মতো বাঁশের কেল্লা তৈরিতে দক্ষ ছিল বাংলার বনবাসীরা। বাঁশ হাতে রায়বেঁশে সৈন্য ছিল বাংলার গর্ব। পরবর্তীকালে জমিদারদের ঠ্যাঙারে লাঠিয়াল হয়ে সেই অহংকার হারিয়ে গেছে। রণপা বিজ্ঞাপনের চরিত্র। নৃত্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-নৃত্যের রূপ নিয়েছে। দুর্গ তোরণের বক্র রূপের মতো দুর্গা-চাল আর্থ চালচিত্রের বক্র কাঠামোটিও বাঁশের। প্রতিমা মূর্তির মূল কাঠামোও বাঁশ-খড়ের। কাগজ তৈরিরও কাঁচামাল বাঁশ। বাঁশের ঘরও হচ্ছে।

কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে হাল্কা আগুনের তাপ বা ধোঁয়া খাইয়ে বাঁশকে কাজের উপযোগী করা হয়। বাঁশের লম্বা আঁশকে কাজে লাগানো হয় সুকৌশলে। বাঁশের কাজে দক্ষ বাংলার ডোম, বাগদি, মহালি, রাইতিরা। ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ কাজ করে। শূদ্র ও নারী জাতির সংগ্রাম। বাঁশ-বেত শিল্পের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল মেলে মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। নানা প্রজাতির বাঁশ ও বেত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁশুলি ও তলতা বাঁশ উন্নতমানের এবং মালদার মাকলা বাঁশও বেশ উন্নতমানের। বাংলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বনবাসীরাই বাঁশ-বেত শিল্পকে উচ্চ-মান দিয়েছে। দক্ষিণে বেত অপেক্ষা বাঁশের উপরই বেশি নির্ভরশীল। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে তালপাতা, খেজুর পাতা, হোগলা বা হেঁসতি পাতা-ঘাস এবং পাতি বা মুঠা জাতীয় ঘাস। পশ্চিমবঙ্গে বাঁশ বেতের কাজে দক্ষতার পরিচয় মেলে মালদার গাজল; মঙ্গলবাড়ি; সাহাপুর; হরিশ্চন্দ্রপুর; আলপুর; উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার; কালিগঞ্জ; রায়গঞ্জ; দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুণ্ডি; কোচবিহারের কোতোয়ালি; দার্জিলিংয়ে সমরনগর; নকশালবাড়ি; নদিয়ার করিমপুর; সুভাষনগর; হুগলী খানাকুল থানার শঙ্খপুর; আরামবাগের সেনপুর গ্রাম; পূর্বমেদনীপুরের ঘাটাল; খাঞ্জাপুর; মৈতনা; বাঁকুড়ার ছাতনা; পুরুলিয়ার চড়িদা; হাওড়ার ডোমজুড়; জগৎবল্লভপুর; মাকরদহ; পাতিহাল; চব্বিশ পরগনার বিষ্ণুপুরের দেউলি গ্রাম; একসময় কলকাতার চিৎপুরের ডোমপাড়াও এ শিল্পে সুনাম নিয়েছিল। আজ কলকাতায়

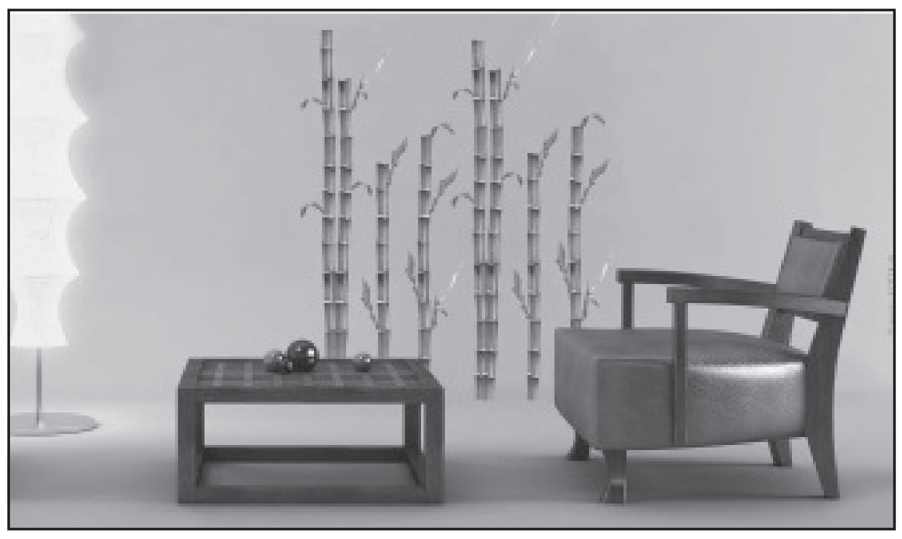

প্লাস্টিকের রমরমা বাজার হলেও আধুনিক চিন্তায় বাঁশের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং বেতের বাঁধন শিল্পীর কল্পনাগুণে আকর্ষণীয়। ব্লেড দিয়ে বাঁশের লম্বাটে অঁশকে গোল করে কাটা; তারপর লম্বালম্বি ভাবে আঁশ তুলে বাঁশকে অলংকৃত করা। এভাবে খোদাই কর্মের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা সৌখিন শো-পিস এবং আসবাবপত্র। মণ্ডপ সজ্জায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে বাঁশের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য। কাপড় ঢাকা বাঁশের কাঠামো তো আছেই।

গোরু বাঁধার গোঁজ থেকে গোরুর গাড়ি এবং গোরুর গাড়ির ঢেউ খেলানো ছদরিও বাঁশের। ধান বোনার ডালা থেকে বিয়ের চিত্রিত বরণডালাও বাঁশের। শস্যের খোসা উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত কুলো মাঙ্গলিক প্রয়োজনে চিত্রিত হচ্ছে। লাল শালু জড়ানো ও কড়ি বসানো চুপড়িই হলো লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা সিঁদুর চুপড়ি। বাঁশের সাহায্যে তৈরি হয় ঝুড়ি, চালুনি, ধুচুনি, ডোকা-থুনচে বা পিঠা কাল্লোয়াং। বনবাসীরা তৈরি করে খাড়া বা লাঙ্গা। মাটির কাজের জন্য কুমোররা তৈরি করে নেয় কাঠম কাঠি ও মাজা কাঠি। মাটির ঘরের দরজার শিকল দেওয়ার চেনা ছবি ছিল বাঁশের হুড়কো। বাঁশের মাচায় বসার স্বাদ অনেকের না মিটলেও; মইয়ের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ঢেঁকিতে পা দিতে হলে বাঁশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। নৌকো তৈরির সময়ও বাঁশের ঠেক চাই। তির-ধনুক, টাঙ্গা-টাঙ্গি-বর্শার হাতল বাঁশের তৈরি। বাঁশ স্বয়ং নিজেও অস্ত্র বটে। মাছ ধরার কেঁচ, বানা, ছিপ, শটকা, পাঙ, ঘুনি, পলুই সবই বাঁশের তৈরি। নদীতে বড় মাছ ধরতে হালুক। মাছ রাখতে মাথায় এবং কোমরে বাঁধা খালুইও বাঁশের। বাঁশের দণ্ড ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে যাওয়া হেলা-ভেলা-মালা ফেরিওয়ালার পিছু নিত গ্রাম্য শিশুর দল। কিনে নিতো বাঁশ-কাগজের পতিঙ্গা এবং বাঁশের বাঁশি। সরল, আড়, মুরলী, বেণু, নয়া, টিপরা নানা গঠনে নানা নামের বাঁশি। বাঁশ-কাগজের ঘুড়িও শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। দাদু-ঠাকুমার হাতের পাখায় ঠাণ্ডা হতো দুরন্ত শিশুর মন। বাঁশ, মুরতা বেত, তালপাতা, খেজুর পাতা, নারকেল পাতা, কলার শুকনো খোলের বেতি, চুলের ফিতে, পালকে সেজে উঠতো শখের পাখা। প্রয়োজনে চিত্রিত। হাত পাখা সহজে ঘোরাতে হাতলে সর বাঁশের নল লাগানো। হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির নাতিরা শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যেয় ডোম-বাগদিদের তৈরি করে দেওয়া বাঁশ-রঙিন কাগজের তৈরি দোলা রথ-নৌকো কলা গাছের ডেলায় গেঁথে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে নাম-সংকীর্তন।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঁশের সরু কঞ্চি বা বেতের ছড়ি ছিল ভয়ের কারণ। কাঠের মুখোশের পাশাপাশি পরবর্তীকালে গুরুত্ব পেয়েছে বাঁশের মুখোশ। বাঁশের মুখোশ এবং বাঁশের কাট-ডলগুলিকে ঘরসাজানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। বাঁশের কাঠামো ও বেতের বাঁধনে তৈরি শোফাসেট, টি-টেবিল, পা ছড়িয়ে বসার চেয়ার আধুনিক। চিন্তা-ভাবনায় বেশ আকর্ষণীয়। প্রয়োজনে রঙিনও হয়েছে। পায়াতে অঁটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল। চেড়া বাঁশের আড়াআড়ি বাঁধুনিতে তৈরি সাধারণ মোড়া অপেক্ষা পিঠে ঠেসদেওয়া মসৃণ বেতে মোড়া মোড়া গঠন সৌন্দর্যে বেশ আকর্ষণীয়। বাঁশের চৌকো ও গোল ফ্রেমও বেশ চমক দেয়।

বাঁশ-বেতের কাজে মূল সৌন্দর্যের উৎস লুকিয়ে থাকে শিল্পীর ভাবনায়। আর তার প্রকাশ ঘটে বুননি ও মেলাইয়ের দক্ষতায়। মাঝে মাঝে জলে ছেটা মেরে মেরে বাঁশ ও বেতকে নরম করে নেওয়া। চতুর্থ আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে এক-দুই-তিন করে গেঁথে ফেলা। বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় চর্চিত জ্ঞান নিয়ে সেজে ওঠে বাঁশ-বেত শিল্প। বাঁশ অপেক্ষা বেত নমনীয়, তাই সহজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরু বেতকে নানা আকৃতি দেওয়া যায়। প্রথমে বেতকে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে সোজা করতে হয়। আঁতি-গিট চেঁচে ফেলার পর ধারালো কিছু দিয়ে প্রয়োজন মতো চেরা হয়। ফসল মাপার জন্য বেতের জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। তাল কাঠ ও পিতলের পাশাপাশি বেত দিয়ে তৈরি হয় পাই-কুনকে। দাঁড়িপাল্লাও হতো বেত দিয়ে। লক্ষ্মীর হাঁড়ি, ফুলের সাজি, জল পাত্রের ঢাকনা ঝুম, ছাম্মা বাক্স, ট্রে, ব্যাগ, চটি এ সবই সরু বেতের তৈরি। মোটো বেত দিয়ে তৈরি হয় মোড়া, বড় আকৃতির পাত্র, মাছ-চরকি এরকম নানা অলঙ্করণে সাজানো পালকি আকৃতির বিয়ের সৌখিন ডালা। জুঙ্গুর ছাতাও বেশ আকর্ষণীয়। বেশি মোটা বেত দিয়ে তৈরি বয় দোলনা, হাত-লাঠি, ছাতার বাঁট, ইজি-চেয়ার। শীতল পাটির শীতল ছোঁয়া তো আছেই।

বলাবাহুল্য শীতল পাটি তৈরি হয় মুত্রা বেত দিয়ে। শীতলপাটি তৈরিতে কোচবিহারের ঘুঘুমারি, ফুসনাডাঙ্গা, ধুনিয়াবাড়ির শিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছে। ধারালো কিছু দিতে মুত্রা বেত কেটে কয়েক ফালিতে চিরে ফেলা হয়। তারপর লেগে থাকা ভেতর দিকের নরম অংশটি চেঁচে ফেলে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওপরের অংশটি একটু চেঁচে নিলে বেরিয়ে আসে বাদামি রঙ। শীতলপাটি বোনার উপযোগী হলো নরম কোষের উন্নতমানের মুত্রা বেতের ছাল; আর কম উন্নতমানের অংশগুলি দিয়ে বানো হয় বুকা পাটি। বলা বাহুল্য, মুত্রা বেতের ছাল বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয় জমানো টকে যাওয়া ভাতের ফ্যানে। এর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে সিদ্ধ করলে বেত সাদা-মসৃণ হয়। প্রয়োজনে রঙিন করতে সিদ্ধ করার সময় রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধুয়ে শুকিয়ে বেতকে পাটি তৈরির উপযোগী করে দেওয়া হয়। দু'হাত দিয়ে দুটো রেখে দুটো ধরে চলে বুনন কাজ। তেরছা ভাবে এক-দো অথবা তে ধারা পদ্ধতিতে বুনন শুরু হয়। বর্তমানে শীতলপাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাগ, জুতো, টেবিলের ঢাকনা, গহনায় রঙিন সুতোর পরিবর্তে পাটির বাঁধন। মেয়ের বাড়ির তত্ত্বে পাঠানো চিত্র নকশাতে সাজানো শীতলপাটির প্রয়োজনীয়তা হারাতে বসেছে। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি মাছ, কচ্ছপ, ফুলদানি, টব রাখার উঁচু থাম, টেবিল ল্যাম্প, হ্যাজাক লাইট, বাল্বের ছাতা শেড, ঘড়ির-বেল্ট, মেয়েদের মাথার ক্লিপ, পাখির বাসার মতো দোলনা এসব বেশ আকর্ষণীয়। আর কৃষি কাজে তো বাঁশ-বেতকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। গ্রাম্য কৃষি সংস্কৃতিতে বাঁশ-বেত শিল্পের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োজন কেন্দ্রিক। শহরে ওই শিল্পগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। শিল্প দ্রব্যগুলির দামও কম। ভালো দাম পাওয়ার আশায় শহুরে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁশ-বেত নানা ভাবে সেজে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির এবং শিল্পদ্রব্যের কাছে বাঁশ বেত গুরুত্ব হারাতে বসেছে। মেদিনীপুরের বনবাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে গ্রামের পরিবারগুলির চাহিদা মতো বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করে দিতো।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজি শিক্ষার মান ছিল সবার ওপরে তুলনায় দেশীয় ভাষার মর্যাদা ছিল নীচুতে। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় তাই ইংরেজি ভাষার কদর। এক সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাদিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। এ থেকে অনুমেয় যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজটি কত কঠিন ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই কঠিন কাজটিকে করে দেখিয়েছিলেন। যার সুফল আমরা পাচ্ছি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় জেমো গ্রামে ২০ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। পিতা গোবিন্দসুন্দর। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্গদর্শনের একান্ত পাঠক ছিলেন। প্রথম থেকেই বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সমন্বিত চর্চা ছিল। ১৮৮১ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পান। এতে বিদ্যালসাগর উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্স সহ প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে এমএ পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বর্ণ পদক ও পুরস্কার সহ প্রথম স্থান পান। পরের বছর পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দু-বছর বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ল্যাববেটরিতে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ সালে বিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন (১৯০৩-১৯১৯)।

বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার প্রতিক রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরাগ ও চর্চা ছিল। ‘নবজীবন’ পত্রিকায় তাঁর ‘মহাশক্তি’ নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ‘নবজীবনের’ সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার সরকার। বঙ্গিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন অনেক গুণী এই পত্রিকায় লিখতেন।

ড. বিমলকুমার শীট

নবজীবন পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের ‘বিবর্তন’ ‘মহাতরঙ্গ’, ‘জড়জগতের বিকাশ’, ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ধারাবাহিক ভাবে ‘সাধনা’ পত্রিকায় লিখেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে সেদিনের বিখ্যাত পত্রপত্রিকা ভারতীষ প্রদীপ,

মানসী, মর্ম্মবাণী ও সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন। ১৩২০ সালে ‘কর্মকথা’, ‘চরিত্রকথা’ ১৩২৪ এ ‘শব্দকথা’ প্রকাশিত হয়। ‘বিচিত্রজগৎ’, ‘জগৎকথা’, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ১৩২০বঙ্গাব্দে বিজ্ঞানসভার সভাপতির ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যলছেন, ‘বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের দারিদ্র মোচন আপনারা করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া পাওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অবাব এই বিষয়ে অন্তরায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার মনের ভাব আপনার হইতে শবৃরূপ লেখনীরূপে আবির্ভূত হইবে। সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিভাষা সংকলনের অপেক্ষা কোন দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে নাই’....। রামেন্দ্রসুন্দরের ‘প্রকৃতি’ সর্বপ্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের পূর্বে এর অন্তর্গত রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থের ‘জ্ঞানের সীমানা’ দীর্ঘ প্রবন্ধ। মহাজাগতিক রহস্য থেকে মানবমনোবিজ্ঞান পর্যন্ত দীর্ঘ প্রসারিত আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। নক্ষত্রজগৎ থেকে সৌরমণ্ডল, আলোকের গতিবেগ নিয়ে সহজবোধ্য সাবলিল গদ্যে তিনি আলোচনা করেছেন। শেষে তিনি জীবজগৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন, লিখেছেন জীবনের ক্রম নিয়ে সুবিস্তরী মতাদর্শ। বৃক্ষ থেকে শাখা, পত্র, বীজের বিকাশ-উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক সহজবোধ্য চিন্তন। এরপরে সমাজ ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। সেখানে ধর্মনীতি কীভাবে সমাজবিদ্যাকে প্রভাবিত করে, মানবমনের বিচিত্র গতিপথ যে প্রকৃত বিজ্ঞান এ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘জিজ্ঞাসা’ ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিদ্বজনসমাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ‘জজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সারসংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে সত্য, অতিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অথিপ্রাকৃত প্রথম প্রস্তাব, অতিপ্রাকৃত দ্বিতীয় প্রস্তাব, আত্মর অবিনাশিতা, অমঙ্গলের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। ‘প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবন্ধ সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছিল। আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তর দানের চেষ্টা মূঢ়তা।’ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় সাধনা করেছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা’ সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল ছিল অসম্ভব এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর মৌলিক কল্পনা ও ভাবনার প্রয়োগ ঘটনা, রসায়নের ছাত্র হিসাবে ও পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিসাবে নানা পদার্থের ইংরেজি নাম নিয়ে যে সমস্যা হয় তার বঙ্গীয়করণ কররার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত সাহিত্যের সহায়তা নেন। তৎকালে পাওয়া গিয়েছিল এমন ৭০টি মূল পদার্থের সংস্কৃতমূলক দেশীয় নাম তিনি সংগ্রহ করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে রসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজি নামের ইতিহাস সংকলন ও সংস্কৃত নাম সংগ্রহ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিএনপি আবার সহিংসতা চালাতে মাঠে নেমেছে, কূটনীতিকদের মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ৩০।। বিএনপির সমাবেশ ঘিরে শনিবার (২৮ অক্টোবর) ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে, তা বিদেশি কূটনীতিকদের জানিয়েছে সরকার। কূটনীতিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বিএনপির সহিংসতা ও ভাঙচুরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং তারা ২৮ অক্টোবর একই কাজ করেছে। বিএনপি এখন আবার সহিংসতা চালাতে মাঠে নেমেছে। অতীত থেকে তারা কিছুই শেখেনি।

সোমবার (৩০ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ঢাকায় বিদেশি কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের বৈঠকে এসব কথা তুলে ধরেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করে এসব তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার নাম নিয়ে বিরোধী দল বিএনপি যেসব সংঘাত-সহিংসতা করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা দরকার। গত কয়েকদিনে তারা যা করেছে, তার মূল উদ্দেশ্য নির্বাচন যেন অবাধ ও সুষ্ঠু না হয়। নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য তারা এ ধরনের অপকর্ম করেছে। তিনি আরও বলেন,আমরা সেজন্য বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ডেকেছি। তাদের বলেছি, ২৮ তারিখে এখানে কি হয়েছে। প্রেডিসেডন্ট বাইডেনের মিথ্যা উপদেষ্টা হিসেবে একজন নিয়ে কি কি করা হয়েছে, সেটাও তুলে ধরেছি।

মোমেন বলেন,আমরা তাদের (বিএনপি) অনুরোধ করব, আপনারা নির্বাচনে আসেন। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়। আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন করব। রাজনৈতিক সহিংসতা করে সরকার পতনের যে চেষ্টা, এটা অলীক। আপনারা নির্বাচনে আসেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, স্পেন, সিঙ্গাপুর, কানাডা, জার্মান, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ইইউ, ওআইসি, বিমসটেকসহ ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, সরকার পতনের এক দফা দাবিতে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করতে ২৮ অক্টোবর ঢাকায় মহাসাবেশের ডাক দেয় বিএনপি।

এরপর থেকেই দেশের রাজনীতিতে ২৮ অক্টোবরকে ঘিরে উত্তাপ ছাড়াতে শুরু করে। বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা ছোট-বড় দল ও জোটগুলোও এদিন সমাবেশের ঘোষণা করে। এছাড়া বিএনপির সাবেক জোট শরিক জামায়াতে ইসলামীও একই দিনে ঢাকার শাপলা চত্বরে সমাবেশের অনুমতি চায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে। আওয়ামী লীগ যেকোনো "সহিংসতা" রোধে ২৮ অক্টোবর শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের ঘোষণা দেয়। ২৮ অক্টোবরকে বেশ আমলে নেন সরকারি দলের নেতারা। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, শাপলা চত্বরের মতো পরিণতি হবে বিএনপির।

২৮ অক্টোবর সকাল থেকে নয়াপল্টনে সমাবেশ শুরু হয় বিএনপির। তাদের সমাবেশের পরিধি বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শান্তিনগর ও কাকরাইল মোড়ে অবস্থান করছিলেন বিপুলসংখ্যক বিএনপির নেতাকর্মী। সে সময় সড়কে পিকআপ ভ্যানে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্লোগান দিতে থাকেন। বিএনপির নেতাকর্মীরা পিকআপ ঘিরে ফেললে লাঠিসোঁটা নিয়ে চড়াও হন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। এরপর উভয়পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে কিছুক্ষণ। পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের মধ্যেই কাকরাইল মোড়ে একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়া হয়। পরে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনে রাখা গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষ বিজয়নগরেও ছড়িয়ে পড়ে। বিচারপতির বাসভবনেও হামলার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে শুরু করে। কাঁদানে গ্যাসের কারণে সমাবেশস্থলে টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় বিএনপি নেতারা মহাসমাবেশের মঞ্চ থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। এতে সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়। পণ্ড হওয়ার আগে সারাদেশে রবিবার হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি।

পুলিশ-আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ত্রিমুখী সংঘর্ষে ৪১ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ১৭ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এছাড়া অসংখ্য বিরোধী দলের নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় এক পুলিশ কনস্টেবল, এক যুবদল নেতা ও একজন সাংবাদিক নেতার মৃত্যু হয়েছে।

বঞ্চিতদের নিয়ে এবার কলকাতায় সমাবেশ বিজেপি-র

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): এবার তৃণমূলের আন্দোলনের পালটা ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিতদের নিয়ে সমাবেশ করবে বিজেপি। দলের কোর কমিটির বৈঠকে এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ঠিক হয়েছে সমাবেশের স্থান, দিনক্ষণও। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে হবে এই সমাবেশ। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

সোমবার বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতি বছর ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল। বিজেপিও সেই জায়গাটিকেই সমাবেশ স্থল হিসেবে বেছে নেবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বঞ্চিতদের সঙ্গে নিয়ে পালটা কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোর কমিটির বৈঠকে তাঁর প্রস্তাবেই চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ল।

ঠিক হয়েছে, আগামী ২৯ নভেম্বর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না পাওয়াদের নিয়েই সমাবেশ করবে গেরুয়া শিবির।

তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রকল্পে কাজ করার পরও সময়মতো প্রাপ্য মেলেনি কেন্দ্রের তরফে। বিশেষত ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে এখনও বঞ্চিত গ্রামবাংলার শ্রমিক, কৃষকরা। তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে গিয়ে বড়সড় আন্দোলন করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্টোবরের গোড়ায় সেখান থেকে ফিরে রাজভবনের সামনেও ধরনায় বসেন তিনি। সঙ্গী ছিলেন বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষজন। পরে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে কথা আদায়ের পর ধরনা প্রত্যাহার করা হয়।

ভারতের খাদি আন্দোলনের ১০০ বছর এবং খাদি মহোৎসব

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ১৯১৮ সালে শুরু হয়েছিল ভারতের খাদি আন্দোলন। এটি নিজস্ব পরিবর্তনশীল গতিশীলতার সাথে চিহ্নিত হয়। ১৯২১ সালে, গান্ধীজী স্থানীয় তাঁতিদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বাংলাদেশের কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় যান। ফলস্বরূপ বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে, ময়নামতি, মুরাদনগর, গৌরীপুর এবং চান্দিনায় তাঁত কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালে, মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে একটি খাদি বিভাগ চালু করার অনুরোধ করেছিলেন।

এক অর্থে লোকচক্ষুর প্রায় আড়ালেই ১০০ বছর পূর্ণ হল ভারতের খাদি আন্দোলনের। ১৯২৪ সালে, প্রচুর পরিমাণে কাজের কারণে, একটি আধা-স্বাধীন সংস্থা অল ইন্ডিয়া খাদি বোর্ড তৈরি হয়। এটি প্রাদেশিক এবং জেলা স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের খাদি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেছিল। ১৯২৫ সালে, অল ইন্ডিয়া স্পিনার অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় খাদি বিভাগ এবং অল ইন্ডিয়া খাদি বোর্ড নিয়ে।

সোমবার বাবা সাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির (বিএসএইইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'খাদি মহোৎসব'-এর উদ্বোধনী ভাষণে স্মৃতিমেদুরতার পাখায় ভর দিয়ে অতীতের এই অধ্যায়টিকে আগ্রহীদের সামনে সংক্ষেপে খুলে দিলেন।

উপাচার্য সোমা বলেন, খদ্দরের প্রতিটি তন্তুতে 'ঈশ্বর খোঁজের' কথা বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। মূলত তাঁর এবং তাঁর অনুগামীরা খদ্দরকে এদেশে এমন একটা স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন যে স্বাধীনতার ৭/৮ দশক বাদেও দেশবাসীর একটা বড় অংশের সঙ্গে খদ্দরের বন্ধন ছিন্ন হয়নি।

উপাচার্য সোমা বলেন, স্বদেশি যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল খাদি। যুগান্তরের সঙ্গে বদলানো হচ্ছে খাদির প্রতি মানুষের আকর্ষণের ঘরানা। এখনকার শ্লোগান হচ্ছে 'খাদি ফর ন্যাশন, খাদি ফর ফ্যাশন'।

উপাচার্য বলেন, সবরমতী আশ্রম থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল এর আবেদন। এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায় রজনীকান্ত সেনের রচিত ও সুরারোপিত কালজয়ী একটি গান (কান্তগীতি) মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই/ দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।

এ দিন মঞ্চে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের সুনন্দন দাস, কমিশনের আধিকারিক (ইএমও) পবিত্র সরকার, অপর আধিকারিক সঞ্জয় শীল, ন্যাশনাল চেম্বার ফর কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান তাপস দে, সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকর্তা কল্লোল ঘোষ প্রমুখকে অভ্যার্থনা জানানো হয়। এদেশে এবং এই রাজ্যে খদ্দরের উপযোগিতার ওপর তাঁরা আশাবাদের কথা বলেন।

এ দিন অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই খদ্দরের একগুচ্ছ অস্থায়ী বিপনীর উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরিবেশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকি সঙ্গীত। মঞ্চে আলোচনাশেষে ধন্যবাদ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান শেষে পরিবেশিত হয় 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' নামে 'ফ্যাশন শো', বৈষ্ণব জনতা গান' এবং জাতীয় সঙ্গীত।

বালুকে ভর্তি করতে না চেয়ে ফের হাইকোর্টে কম্যান্ড হাসপাতাল, আর্জি খারিজ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ভর্তি নিতে না চেয়ে আদালতের নির্দেশ আবার বদলের আবেদন জানাল কম্যান্ড হাসপাতাল। তবে তাদের আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে কম্যান্ড হাসপাতালেই ভর্তি করতে হবে।

সোমবার কম্যান্ড হাসপাতাল দ্বিতীয় বার ব্যাঙ্কশাল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আদালতে হাসপাতালের তরফের আইনজীবী জানিয়েছেন, তাদের হাসপাতালে এই মুহূর্তে অতিরিক্ত চাপ রয়েছে। অনেক রোগী সেখানে চিকিৎসাধীন। তাই বাড়তি চাপ নেওয়া সম্ভব নয়। একই আবেদন নিয়ে শনিবারেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু কম্যান্ডের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। আগের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনে মন্ত্রীকে নিয়ে ওই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যেতে পারবেন তদন্তকারী আধিকারিক।

রেশন বণ্টনে 'দুর্নীতি'র অভিযোগে শুক্রবার রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতার করে ইডি। তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিচারক ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, জ্যোতিপ্রিয়ের শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে এবং তদন্তকারী আধিকারিক চাইলে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে কম্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যেতে পারে। সেই নির্দেশ বদল করার আর্জি জানিয়ে শনিবার আদালতের দ্বারস্থ হন কম্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

রাজস্থানের তিজারায় বিজেপি প্রার্থী বালকনাথের প্রচারে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

আলওয়ার, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : রাজস্থানের তিজারা জেলায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নির্বাচনী প্রচারে আসবেন। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে,যোগী বিজেপির মহন্ত বালকনাথের সমর্থনে পয়লা নভেম্বর তিজারায় একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

মহন্ত বালকনাথ জানিয়েছেন, মনোনয়ন সমাবেশে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। সমাবেশ উপলক্ষ্যে সোমবার বিজেপি প্রার্থী মহন্ত বালক নাথ যোগীর সভাস্থল পরিদর্শন করেন। তারপর তিনি তিজারা শহরের প্রধান বাজারে চাল বিতরণ করেন এবং গ্রামবাসীদের সভায় আমন্ত্রণ জানান। সকাল ১০টায় ভিওয়াদি হাইওয়ের যাদব ধর্মশালার সামনে একটি বিশাল জনসভার আয়োজন করা হবে।

জয়ের আশা নিয়ে খেলা দেখতে এসে চরম হতাশ বাংলাদেশের দর্শকরা

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার বাংলাদেশের ম্যাচ, কিন্তু সোমবার দুপুর অবধি ইডেন চত্বরে সেই অর্থে বাংলাদেশের সমর্থকদের দেখা গেল না। বাংলাদেশের জয়ের আশা নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন কলকাতায়। কিন্তু হেরে যাওয়ার পর চরম আশাহত। যেই শুনছেন মঙ্গলবারের ম্যাচের টিকিট, আর আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। সোমবার দুপুরে ইডেন চত্বরে ইতিউতি দেখা গেল গোছা টিকিট হাতে নিয়ে ঘুরছেন কয়েকজন। মলিন মুখ। কিছুটা চিন্তা মিশে রয়েছে যেন। সামনে আগ্রহী ক্রেতারা।

মঙ্গলবার বাবর আজম বনাম সাকিব আল হাসানদের ম্যাচ। ইডেনের বাইশ গজে পাকিস্তান-বাংলাদেশ যুদ্ধ। তাও উত্তাপ নেই। মঙ্গলবারের ম্যাচ এড়িয়ে গিয়ে আগ্রহীরা টিকিট খুঁজছেন রবিবারের। বিরাট কোহলির জন্মদিনের সাক্ষী থাকতে চাইছেন তাঁরা। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ নিয়েই যত আগ্রহ ইডেন আর কলকাতার। তাই উড়ে আসছে সোজা প্রশ্ন, ৫ নভেম্বরের টিকিট পাওয়া যাবে? বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানকে সবচেয়ে গোছানো টিম মনে হয়েছিল।

পর পর দুটো ম্যাচ জিতে বাবর-রিজওয়ানরা দারুণ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু টানা চার ম্যাচ হারের পর বিশ্বকাপের শেষ চারের আশা কার্যত নেই। অসম্ভব অঙ্ক মেলাতে হলে বাকি তিনটে ম্যাচ জিতলে শুধু হবে না, অন্য টিমগুলোকে হারতেও হবে।

বিতর্কে চুরমার, কোণঠাসা, ভাঙাচোরা পাকিস্তানও টানতে পারছে না কলকাতাকে। উল্টো শিবিরের ছবিও একই রকম বিবর্ণ। লক্ষ্মীপুজোর দিন ইডেনে ছিল বাংলাদেশের ম্যাচ। ওই ম্যাচে সাকিব আল হাসানরা হারেন ডাচদের কাছে। যার ফলে রীতিমতো হতাশ হয়ে অনেক টাইগার ভক্ত ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই ইডেন ছেড়ে বেরোতে থাকেন। মঙ্গলবারের ম্যাচ নিয়ে যে কারণে টাইগার সমর্থকদের খানিক হলেও আগ্রহ কমেছে।

একরাশ ধন্দ নিয়ে যাদবপুরে শুরু হল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ছাত্রাবাস বিষয়ক যাবতীয় জটিলতা না কাটিয়েই সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস। গত ৯ আগস্ট ছাত্রাবাসে এক নবাগত পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর তুলকালাম হয়। তার পর বিভিন্ন পর্যায়ের চূড়ান্ত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় প্রথম বর্ষের নবাগত পড়ুয়াদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা হবে যাতে তাঁদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়।

এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা হস্টেল প্রথম বর্ষের জন্য করা যায়নি। কিন্তু ক্লাশ তো শুরু করতেই হবে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সিদ্ধান্তে নিউ বয়েজ এক্সটেনশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সোমবার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাস। ঠিক হয়েছে, নিউ ব্লক এবং নিউ বয়েজ এক্সটেনশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের রাখা হবে। সেখানে প্রথম বর্ষের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসানো হয়েছে নতুন কোলাপসিবল গেটও।

ডিন রজত রায় জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষীরা ওই ফ্লোরে নজরদারি চালাবেন। এই ভাবে কড়া নিরাপত্তায় প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের হস্টেলে রাখার নজির এর আগে যাদবপুরে দেখা যায়নি। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা করে উঠতে না-পারাতেই এতদিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্লাস শুরু করতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনা হলে, গত অগস্ট মাসে যাদবপুরের মেন হস্টেলে র‍্যাগিং ও যৌন হেনস্থায় ছাত্র মত্যুর পর থেকে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। তখনই জানা যায়, ইউজিসির নিয়ম মেনে ফার্স্ট ইয়ারের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রচুর আলোচনা, বিরোধ, বিতর্কের পর বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে শেষ মুহূর্তে ঠিক করে প্রথম বর্ষের জন্য আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা না করা গেলেও দু'টি হস্টেলের বিভিন্ন ফ্লোরকে চিহ্নিত করা হয়।

ডিন অফ স্টুডেন্টসের দাবি, সেই সুপারিশ অনুযায়ী ৪০ জন পড়ুয়ার জন্য আপাতত হস্টেলের ব্যবস্থা করা গিয়েছে। ফ্লোরগুলিতে অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডেরও বিশেষ নজর থাকবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পড়ুয়া হস্টেল না পেয়ে বিভিন্ন শিক্ষক, কর্তা ও প্রাক্তনীদের কাছে আবেদন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সাগির হুসেন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছেন, হস্টেল না পেয়ে বহু পড়ুয়াই ক্লাসে যোগ দিতে পারছেন না। অনেক আসন থাকলেও ইচ্ছে করে কর্তৃপক্ষ তাঁদের ছাত্রাবাস দিচ্ছেন না।

সাগিরের মতো আরও অনেকের দাবি, এই ফাঁক গলেই মৃত ছাত্র যেমন সিনিয়র পড়ুয়াদের পাল্লায় পড়েছিলেন, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জেরে ফের তেমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ছাত্রাবাস না পেয়ে দূর থেকে আসা পড়ুয়ারা যদি এর পর ফের ছাত্রাবাসে সিনিয়র পড়ুয়াদের হাতে র‍্যাগিংয়ের শিকার হন, তাহলে তার দায়িত্বে কে নেবেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

যদিও ডিন জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস বরাদ্দ হয় দু'টি মাধ্যমে। প্রথমে তৎক্ষনাৎ বরাদ্দ। সেই তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বাকি আসনের জন্য ক্লাস শুরু হওয়ার পরে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

তার মাধ্যমে ফাঁকা আসন বরাদ্দ করা হয় পড়ুয়াদের। কিন্তু কবে সেই সাক্ষাৎকার হবে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এখনই কিছু জানাতে পারেননি। সূত্রের খবর, জেপিজেউ নামে আরও একটি ভবনকে ছাত্রাবাসের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে মেরামতির কাজ শেষ হলেই বাকি পড়ুয়াদের সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরে দুর্নীতির ক্যান্সার নির্মূল করার উপর জোর দেন উপ রাজ্যপাল

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে দুর্নীতির ক্যান্সার নির্মূল করতে জোর দিলেন উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সোমবার উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেন, দুর্নীতিমুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর বর্তমান প্রশাসনের লক্ষ্য। পাশাপাশি তিনি দুর্নীতির ক্যান্সার নির্মূলে সকল লাভবানকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের ওপরও জোর দেন। ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে সিভিল সেক্রেটারিয়েট অফিসার, এসএসএফ কর্মী, রাজভবন স্টাফ, প্রশাসনিক সচিব এবং ডেপুটি কমিশনারদের (ভার্চুয়াল মাধ্যমে) শপথ নেওয়ার পরে তিনি একথা বলেন।

উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এদিন সততার অঙ্গীকার পাঠ করেন এবং কর্মচারীদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি দুর্নীতি মোকাবিলায় একটি সমন্বিত ও সম্মিলিত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। তিনি জনসেবা প্রদানের উন্নতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলিও তুলে ধরেন, যা জম্মু ও কাশ্মীরকে সুশাসনের দিকে পরিচালিত করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকার ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করছে। এবছর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের মূল বিষয়বস্তু হল, 'দুর্নীতিকে না বলুন, দেশের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হন'।

বনগাঁয় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট মা ও শিশু

বনগাঁ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সপ্তাহের শুরুতেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট মা ও সন্তান। সোমবার দুপুরের এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনগাঁ থানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে ট্রাক চালাচ্ছিলেন চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনকে পিষে দেয় ট্রাকটি। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার যশোর রোডের উপর বিএসএফ ক্যাম্প মোড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। চালভর্তি ট্রাকের চাকায় সম্পূর্ণ পিষ্ট হওয়ায় দুটি ক্রেন এনে দেহ দুটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাকের চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। তাই চালভর্তি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মা ও তাঁর ৬ বছরের ছেলেকে চাপা দেয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকের চালক ও খালাসিকে আটক করেছে থানার পুলিশ। তবে মৃত মহিলা ও শিশুর পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

মেডিক্যালে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্যপালকে চিঠি সুকান্তর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): মেডিক্যালে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্যপালকে চিঠি সুকান্ত মজুমজারের। রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে তিনি লিখেছেন, "আর জি কর-সহ রাজ্যের প্রায় সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে দুর্নীতি ও অনিয়ম চলছে। টেন্ডার ডাকা থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা, সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি। স্বাস্থ্য ভবন থেকে শুরু হয়ে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি"। তদন্তের আর্জি জানিয়ে সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখলেন সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্ত মজুমদার বলেন, "রাজ্যে বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে দালাল রাজ। তৃণমূলের নেতাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব

এখনও পর্যন্ত নিজেকে অপরাধী মনে করছি না", মন্তব্য প্রিয়দর্শিনীর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): রেশন বন্টন দুর্নীতিতে ইডি-র হাতে গ্রেফতার বাবা তথা রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির একাধিক অভিযোগ রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। বাবার মতোই অভিযোগের তিরের মুখে তিনি নিজে।

সোমবার উচ্চশিক্ষা দফতরে নিজের অফিসে বসে প্রথমবারের জন্য মুখ খুললেন জ্যোতিপ্রিয় কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। জানালেন, "তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।এখনও পর্যন্ত নিজেকে অপরাধী মনে করছি না।"

আদালতে যখন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয়, তখন এজলাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তখন বাবার মাথায় জল দেওয়া থেকে হাসপাতাল সফর, সঙ্গী ছিলেন মন্ত্রী-কন্যা। রাজ্যের মন্ত্রী এখন কেমন আছেন জানতে চাইলে তিনি জানান, "তিনদিন আগে যা পরিস্থিতি ছিল, তার থেকে ভাল আছেন। অবস্থা স্থিতিশীল। ওঁর সঙ্গে দেখা করেই এখানে (উচ্চশিক্ষা দফতর) এসেছি। আশা রাখি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।"

কালো টাকা সাদা করার মতো মারাত্মক অভিযোগের মুখে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ষড়যন্ত্র-র দাবি করলেও প্রিয়দর্শিনীর কথায়, "ওঁর বক্তব্য উনি বলেছেন। আমি তো সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত নই। তবে তদন্ত হোক না, দেখা যাক। ইডি আসলে আগে গ্রেফতার করে, তারপর তদন্ত শুরু করে। তদন্ত হোক।"

রবিবার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে দেখা গিয়েছিল মেজাজ হারিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে। রবিবার সিজিও কমপ্লেক্সে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানান, "একটি মেডিক্যাল ডকুমেন্ট জমা করতে গিয়েছিলাম। যেটা কাল জমা দেওয়া যায়নি। তবে সোমবার জমা পড়ে গিয়েছে।" তিনি নিজেই শুধু তদন্তের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত বলেই থামেননি প্রিয়দর্শিনী। জানিয়ে দিয়েছেন, "লিখিতভাবে বাবা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।"

প্রসঙ্গত, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই রাজ্যের মন্ত্রীর ইডি হেফাজতের মেয়াদ শুরু হবে আদালতের নির্দেশ অনুসারে। রেশন বন্টন দুর্নীতিতে তাঁরও নাম জড়িয়েছে। ইডির তরফে অভিযোগ উঠেছে, মন্ত্রী-কন্যার অ্যাকাউন্টেও ঢুকেছে টাকা।

যা নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রিয়দর্শিনীর দাবি, "ইডি আমাকে এখনও ডাকেনি। তদন্তকারীরা ডাকলে সহযোগিতা করব। ওখানে (সিজিও কমপ্লেক্স) যাব তো ওঁরা (ইডি) ডাকলেই। এখানে (উচ্চশিক্ষা দফতর) স্বেচ্ছায় কাজ করি, তাই ব্যক্তিগত জীবনে কী চলছে তার জন্য লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ের ওপর কেন প্রভাব পড়বে। আমাকে রোজই এখানেই পাবেন।"

সামনে উঠে এসেছে শান্তিনিকেতনে বাড়ির কথাও। যা নিয়ে জ্যোতিপ্রিয় কন্যার বক্তব্য, "বাড়িটি আমাদের পরিবারেরই। অস্বীকার তো করিনি। তবে যা বলা হচ্ছে, তার কতটা সত্যি সেটা তদন্তে সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাড়াহুড়ো না করে সেই তদন্তেরই অপেক্ষা করছি।"

হাসপাতালে মহিলাদের ওয়ার্ডে ভয়ঙ্কর আওয়াজে প্রবল আতঙ্ক

বীরভূম, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সরকারি হাসপাতালে মহিলাদের ওয়ার্ডে ভেঙে পড়ল ফলস সিলিং। আহত দুই রোগিণী। এই ঘটনায় আতঙ্কিত সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের রোগীরা। হাসপাতালে যান বীরভূম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল।

সূত্রের খবর, শুয়েছিলেন রোগিণীরা। আচমকাই মাথার ওপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ফলস সিলিংয়ের একটা বড় অংশ। বড়সড় বিপদের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও ২ জন জখম হন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ হাসপাতালের পাঁচতলায় মহিলাদের মেডিসিন ওয়ার্ড। রোগিণীদের দাবি, আচমকাই বিকট শব্দে ফলস সিলিংয়ের একটা বড় অংশ খুলে বেডের ওপর পড়ে।

এই ঘটনায় ২ জন রোগিণী আহত হন। একজনের মাথা ফেটে যায়। আর একজনের হাতে চোট লাগে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় রোগী ও তাঁদের পরিজনেদের মধ্যে। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের আহত রোগী সনিয়া মাল বলেন, "ডাক্তার দেখে ওদিকে গিয়েছে। তখনই দেখি সব ছেড়ে পড়ছে। যে পেরেছে বেরিয়ে গেছে। যে পারেনি ভিতরে ছিল।" খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বীরভূম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি। তিনি বলেন, "রোগীরা ঠিক আছে। দেখছি যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা বলে যাতে সমাধান করা যায় সেটা দেখছি।"

সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। দশতলা বাড়ি বাইরে থেকে ঝাঁ চকচকে দেখালেও, ভিতরের চেহারা কঙ্কালসার। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিজেপি। পাল্টা জবাব দিয়েছে শাসকদল।

দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দ্রুত মেরামতির আশ্বাস দিয়েছে তারা।

সুপ্রিম কোর্টে মিলল না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির রক্ষাকবচ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল এবং ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকারকে রক্ষাকবচ দিল না সুপ্রিম কোর্ট।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় গত ১৮ অক্টোবর গৌতমবাবু এবং পার্থবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রয়োজনে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশও দিয়েছিলেন বিচারপতি। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি। সোমবার সেই আবেদনে সাড়া দেননি বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বেলা এম ত্রিবেদী।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রাথমিকের অনেক মামলা এই আদালতে শুনানি হয়েছে। পর্ষদের বর্তমান সভাপতি-সহ অন্য আধিকারিকরা নতুন প্রিন্ট করা কপিকে 'ডিজিটাইজড কপি' বলে দাবি করেছেন। তাই আদালত মনে করছে, পর্ষদ সভাপতি এবং সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সোমবার এই পর্যবেক্ষণের সুরে সুর মিলিয়েই সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যদি তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করা হয়, তা হলে গ্রেফতারের আশঙ্কা কেন? প্রয়োজন হলে আগামী শুক্রবার শুনানির পর রক্ষাকবচ দেওয়া হবে।২০১৪ সালে প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র (ওএমআরশিট) দেখে নম্বর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'এস বসু রায় অ্যান্ড

হরেকরকম

ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, “আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।” অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্চ চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় ”এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা” (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল “ইআইবি”-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না।

১) শরীরচর্চার আগে হালকা “ওয়ার্ম আপ” করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিতকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা। জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান।

আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

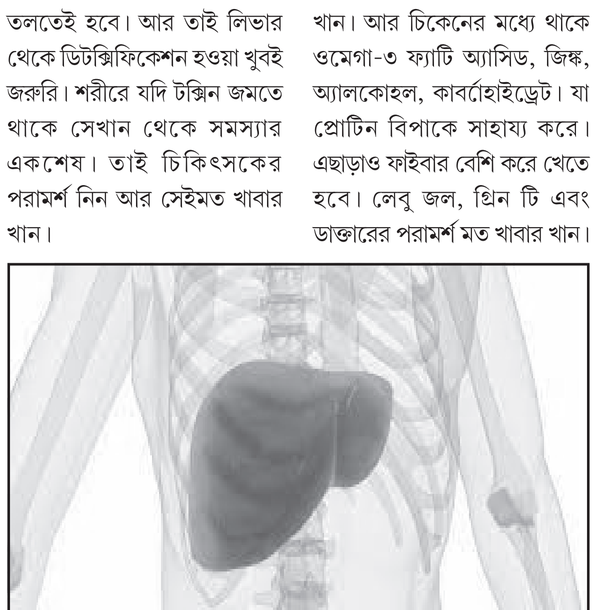

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে সুগার?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব ”ইনস্ট্যান্ট টি” বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিতকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে !

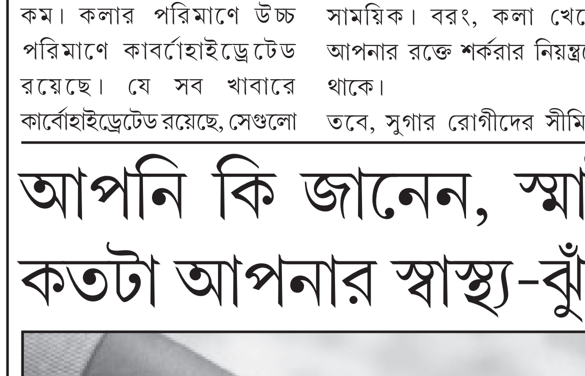

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

গোয়ালপাড়ার ধূপধরায় জাতীয় সড়কে তিন যানের সংঘর্ষ, হত চার, গুরুতর আহত সাত

গোয়ালপাড়া (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধূপধরা থানাধীন গুলিয়ানপাড়ায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক এক করে চারজনের। একই দুর্ঘটনায় তিন তরুণী-মহিলা সহ দশজন গুরুতরভাবে আহত হলে তাঁদের সকলকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আজ সোমবার সকালে ধূপধরা থানাধীন গুলিয়ানপাড়ায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এএস ০১ জেসি ৪০৫১ নম্বরের যাত্রীবাহী বাস, এএস ০১ বিভি ৭৮৮৭ নম্বরের বলেরো এবং এএস ০১ ইএইচ ৩১৭৪ নম্বরের স্কুটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ফকিরগঞ্জের বাসিন্দা বলেরো চালক আহসান আলির। দুর্ঘটনায় আহত দশজনকে অ্যাম্বুলেন্সে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু হাসপাতালে মৃত্যু হয় সাফিয়ার হক এবং ফকিরগঞ্জের আসাদুল ইসলামের। এদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও এক যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর নাম জানা যায়নি।ফইজুল হক সহ অধিকাংশ আহত যাত্রী ছিলেন বলেরোয়। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রংজুলি হাসপাতাল থেকে গৌহাটি মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দুই স্কুটি আরোহী নিতানন্দ দাস এবং মধুস্মিতা সূত্রধরও দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁদেরও উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিকে গুরুতভাবে আহত ফইজুল হক, সফিউর হক, ধূপধরার খেকাপাড়া এলাকার নিতা দাস এবং ধূপধরার পূর্ব গাঠিয়াপাড়ার মধুস্মিতা সুত্রধরের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

বেঙ্গালুরুর এক বাস ডিপোতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর বীরভদ্রনগরের একটি বাস ডিপোতে ভয়াবহ আগুন লাগে। যদিও কোনও হতাহতের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বেঙ্গালুরুর বীরভদ্রনগরের একটি বাস ডিপোতে পার্ক করা বেসরকারি বাসে আগুন লাগে। বেঙ্গালুরুর পিইএস ইউনিভার্সিটির কাছে এদিনের এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে বাস ডিপোতে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের আসতে দেরি হলে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারতো বলে জানা গিয়েছে।

গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইজরায়েলেরই, বার্তা বাইডেনের

ওয়াশিংটন-তেল আভিভ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইজরায়েলেরই। আত্মরক্ষা করতে হলেও আমজনতাকে বাঁচিয়েই সেই পদক্ষেপ করা দরকার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে এই কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রবিবার দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কথা হয়েছে। এদিকে, গাজার শিফা হাসপাতালে ঘাঁটি তৈরি করেছে হামাস। ভিডিও প্রকাশ করে এমনটা দাবি করেছে ইজরায়েল। গাজায় ব্যাপক বিমানহানার পাশাপাশি ভূখণ্ডে ঢুকেও অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। ইতিমধ্যেই সেখানে আট হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর মিলেছে। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। গাজাকে মানবিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঋষি সুনক, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মতো একাধিক দেশের প্রধানরা। গাজায় খাবার, ওষুধের মতো নানা সামগ্রীও পাঠাতে শুরু করেছে ভারত-সহ বেশ কিছু দেশ। এহেন পরিস্থিতিতে বন্ধু রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানেই বাইডেন সাফ বলেন, গাজার সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে। সেই দায়িত্ব নিতে হবে ইজরায়েলকেই। হামাসের হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার ইজরায়েলের অবশ্যই আছে। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই সেই পদক্ষেপ করতে হবে। এদিকে, হাসপাতালে হামাস ঘাঁটি তৈরির খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। কারণ এই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। তাই হামাস ঘাঁটি ভেবে ইজরায়েল সেখানে হামলা চালালে মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তাই মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভ্যান সাফ জানিয়েছেন, ইজরায়েলের উচিত আগে থেকেই গাজার হামাস জঙ্গিদের থেকে সাধারণ মানুষকে আলাদা করে ফেলা।

নলবাড়ির হরি মন্দিরের নির্বাহী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি

নলবাড়ি (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : নলবাড়ি জেলা সদরে অবস্থিত হরি মন্দিরের কার্যনির্বাহী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছে এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া ও সম্পাদক পদে নলিনীকান্ত শীল এবং দুই কার্যনির্বাহী সদস্য। ভোট গণনা চলছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার হরি মন্দিরের কার্যনির্বাহী সমিতির সাধারণ সভায় ২৩টি পদের জন্য ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৮২ জন। আজ সোমবার সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গণনা। ইতিমধ্যে সমিতির সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ এবং পর্যটন দফতরের মন্ত্রী তথা নলবাড়ির বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বরুয়া, সম্পাদক পদে নলিনীকান্ত শীল সহ দুই সদস্য।

আজকের ভোট গণনায় এ খবর লেখা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ব্যালট পেপার বাতিল হয়েছে। প্রসঙ্গত, হরি মন্দির কার্যনির্বাহী সমিতির মোট ২,১৮৮ জন আজীবন সভ্য ৮২ জন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

হারাঙ্গাজাওয়ে মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় আরও একটি নতুন মিনি স্টেডিয়ামের সংযোজন হয়েছে। নতুন মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাওয়ে। আজ সোমবার বিকালে হারাঙ্গাজাও মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।

অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রীড়া ক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে এ ধরনের মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে এ সব অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বেরিয়ে আসতে পারে। ডিমা হাসাও জেলা থেকে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে, রাজ্য পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। এমন-কি আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সহযোগিতায় ডিমা হাসাও জেলার উদ্যোগনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোতে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করছে। সোমবার হারাঙ্গাজাও মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেবোলাল গার্লোসার সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য আমেন্দু হোজাই, নজিত কেম্প্রাই, লালসিয়ামে ডার্নে প্রমুখ।

এদিন হারাঙ্গাজাওয়ে মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর রাতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বলিউডের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীরা। এছাড়া এদিন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের লোয়ার খারতং আসনে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।

স্থিতিশীল সরকারের কারণেই দেশের দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

মেহসানা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): স্থিতিশীল সরকারের কারণেই দেশের দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। মানুষ জানেন আমি যখন কোনও অঙ্গীকার করি, আমি তা পূরণও করি। সোমবার গুজরাটের মেহসানায় বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন মেহসানায় ৫,৯৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ ৩০ অক্টোবর এবং আগামীকাল ৩১ অক্টোবর, এই দু''টি দিনই আমাদের জন্য খুব অনুপ্রেরণাদায়ক। আজ গোবিন্দ গুরুজীর মৃত্যুবার্ষিকী, যিনি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। আর আগামীকাল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী। আমাদের প্রজন্ম বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি দেখেছে। আমরা সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ ভক্তি প্রদর্শন করেছি। আগামী প্রজন্ম সর্দার প্যাটেলের মূর্তির দিকে তাকাবে কিন্তু তাঁরা মাথা নত করবে না, তাঁদের মাথা উঁচু করে থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এখানে আসার আগে, অম্বাজি মন্দির দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার, যেভাবে ''গব্বর'' (আম্বাজি গ্রামের পশ্চিমে একটি ছোট টিলা যা দেবীর আদি আসন বলে বিশ্বাস করা হয়) গড়ে তোলা হচ্ছে, গতকাল ''মন কি বাত''-এ আমি সেই সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। আজ ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে... এই প্রকল্পগুলি কৃষকদের শক্তিশালী করবে। এই প্রকল্পগুলির কারণে মেহসানার আশেপাশের সমস্ত জেলা উপকৃত হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব এখন ভারতের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করছে। চাঁদে ভারতের অবতরণকে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা করা হয়েছে এবং বিশ্ব অবাক হয়েছে যে আমরা কীভাবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছি।'

জম্মুতে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার এক মহিলা

জম্মু, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু জেলা থেকে দেশী মদসহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার জম্মু জেলার আখনুর উপজেলায় এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫০ লক্ষ টাকার মদ।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার তারা নির্ভরযোগ্য সূত্রের তরফে জানতে পারেন যে আখনুর উপজেলায় পারমিত কৌর নামক এক মহিলা নিজের বাড়িতে দেশি মদ বিক্রি করছে। তারপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে মহিলার বাড়ি থেকে অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করে। সেইসঙ্গে মহিলাকে গ্রেফতারও করা হয়। আখনুর থানায় আবগারি আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আখনুর ইন্সপেক্টর জহির মুশতাকের নেতৃত্বে থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ৪ লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

অবৈধ ট্রেডিং নেটওয়ার্কের নেপথ্যে থাকা মস্তিষ্ককে চিড় ধরানো প্রয়োজন : নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : অবৈধ ট্রেডিং নেটওয়ার্কের নেপথ্যে থাকা মস্তিষ্ককে চিড় ধরানো প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অবৈধ বাণিজ্য এবং চোরাচালানের ঝুঁকি বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আন্তঃসরকারি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার নতুন দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ম্যাটারসে সহযোগিতা সংক্রান্ত গ্লোবাল কনফারেন্সে নিজের ভাষণে নির্মলা সীতারমন বলেছেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কিং, কার্যকর তথ্য আদান-প্রদান এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা উচিত।

তিনি বলেন, অবৈধ ট্রেডিং নেটওয়ার্কের নেপথ্যে থাকা মস্তিষ্ককে চিড় ধরানো দরকার। তিনি আরও যোগ করেছেন, সরকার এবং প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব নাগরিকদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনা যে অবৈধ কার্যকলাপ এবং অবৈধ ব্যবসা ধরা পড়বে এবং প্রতিরোধ করা হবে। অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সীতারমন বলেন, সমস্ত দেশেরই আইন প্রণয়ন এবং পদ্ধতিগত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯০ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সোমবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত তিন, আহত দুই

বারাবাঙ্কি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুইজন আহত হয়েছে। রবিবার মধ্যরাতে উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কির রামনগর থানার গণেশপুর মোদের কাছে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক্টর ট্রলিকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বারাবাঙ্কি-বাহরাইচ জাতীয় সড়ক-২৮ চৌকা ঘাটের কাছে পেছন থেকে আসা একটি

"মাথাগুলো যেন ছাড়া না পায়", মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): পুর নিয়োগ দুর্নীতিতেও ইডির আতসকাচে উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভার একাধিক চেয়ারম্যান। সেই প্রসঙ্গেও শাসকদলকে নিশানা করে সোমবার কলকাতায় বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, """গোটা বিষয়টিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ইডি সিবিআই-এর বহুবছর লেগে যাবে কিন্তু মাথাগুলো যেন ছাড়া না পায়।""" দিলীপবাবু বলেন, "যারা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁদের ডেকেছে। বাকিরা ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। তাঁদের অবস্থাও বালুর মতো যেন না হয়। এই সার্বিক দুর্নীতি য বছর বছর ধরে চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে এটা হয়েছে। নয়তো এতটা বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না। শিকড়-বাকড় কোথায় ছড়িয়ে গেছে এই দুর্নীতির।"

বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর চিঠি প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীকেই আক্রমণ বিজেপি সাংসদের। তিনি বলেন,""""এটাই মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পাওনা। তিনি যে অপকীর্তি করেছেন, তার দায় তো তাকে নিতে হবে। বারবার শান্তিনিকেতনের উপাচার্যকে আক্রমণ করে রাজনীতি করেন, তারও অধিকার আছে বলার। তাঁর মুখের সামনে আয়না তুলে ধরেছেন।""""

জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়ারা থেকে উদ্ধার এক অনুপ্রবেশকারীর মৃতদেহ

কুপওয়ারা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় এক অনুপ্রবেশকারীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রবিবার নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত অনুপ্রবেশকারীর মৃতদেহ সোমবার সকালে তল্লাশি অভিযানের সময় উদ্ধার করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পুরো এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, রবিবার, কুপওয়ারা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর বিহার ইউনিটের একটি যৌথ দল এক অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে। জুমাগুন্ড সেক্টরে ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করার জন্যই নিরাপত্তা বাহিনী এক অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করেছিল। ওই এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী এখনও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে। বাহিনী ওই এলাকায় যাওয়া ও আসার সমস্ত রাস্তাও এখনও পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে।

কাতারে আটক ভারতীয় নাগরিকদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, জানালেন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর সোমবার কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৮ ভারতীয় নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাতের বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমের এক বার্তায় তিনি জানান, সরকার এই ঘটনাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়; একই সঙ্গে পরিবারগুলির উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সমব্যথী।

কাতারে আটক, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই আট ভারতীয় নাগরিকের মুক্তির জন্য সরকার সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি। পরিবারগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি সমন্বয় বজায় রাখবেন বলেও বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন।

এবার মেসি-হলান্ড দু''জনকেই ব্যালন ডি''অর দেওয়া হোক, বলছেন গার্দিওলা

প্যারিস, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার রাতেই প্যারিসে ঘোষণা করা হবে এবারের ব্যালন ডি''অর পুরস্কার বিজয়ীর নাম। লিওনেল মেসির অষ্টম নাকি আর্লিং হলান্ড প্রথমবারের মতো ব্যালন ডি''অর জিততে চলেছেন, সে দিকেই মুখিয়ে আছে বিশ্ব। ৩৬ বছর পর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দিয়েছেন মেসি। অন্যদিকে ম্যানচেস্টার সিটিকেও তাদের ইতিহাসের প্রথম ট্রেবল শিরোপা এনে দিয়েছেন হলান্ড।

ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা এক সময় মেসির কোচ ছিলেন। মেসিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এখন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ হিসেবে হলান্ডকেও দেখছেন। তিনি মনে করেন, মেসি ও হলান্ড দুজনই এবারের ব্যালন ডি''অরের দাবিদার। এবার দু''জনকেই এই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মাথায় তিলক পরালেন স্ত্রী, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাটন আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন ভূপেশ বাঘেল

পাটন, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যের পাটন বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল। সোমবার মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পর ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল জানিয়েছেন, ছত্তিশগড় মহতারির আশীর্বাদে তিনি আবারও পাটন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

দিনের শুরুতে স্ত্রী মাথায় তিলক পরিয়ে দেন ভূপেশ বাঘেলকে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে জানান, 'প্রতিবারই মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যেদিন প্রথমবার মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলাম। আজ আমি ভিলাইয়ের বাসভবন থেকে পাটন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিতে রওনা হয়েছি। আমার স্ত্রী মুক্তেশ্বরী প্রতিবারের মতো তিলক করেছেন।

তোমার ভালোবাসা আমার শক্তি। ছত্তিশগড়ের আত্মসম্মানের জন্য, আমি সর্বদা আপনাদের সকলের সেবায় নিবেদিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

জলপাইগুড়ির কিলকোট চা বাগান থেকে উদ্ধার ২টিচিতাবাঘের শাবক

চালসা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির কিলকোট চা বাগান থেকে উদ্ধার চিতাবাঘের শাবক। সোমবার মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ১৭ নম্বর সেকশনে দু'টি চিতাবাঘের শাবক উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছে শাবকগুলিকে উদ্ধার করে। আপাতত বাগানেই রয়েছে শাবকগুলি। এই ঘটনায় আতঙ্কে বেশ কিছুক্ষণ বাগানে কাজ বন্ধ করে দেন চা বাগানের শ্রমিকরা। জানা গেছে , এদিন সকালে মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ১৭ নম্বর সেকশনে কাজে গিয়ে দু'টি চিতাবাঘের শাবক দেখতে পান শ্রমিকরা। আতঙ্কে বেশ কিছুক্ষণ বাগানে কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। খবর পেয়ে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। মনে করা হচ্ছে, মা লেপার্ড খাবারের সন্ধানে আশেপাশেই রয়েছে। এই মুহূর্তে শাবকগুলিকে সেখান থেকে সরালে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে। তাই আপাতত বাগানেই রয়েছে শাবকগুলি। এদিন চিতাবাঘের শাবকদের দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান এলাকায়। তবে সাধারণ মানুষ যাতে শাবকদের সামনে আসতে না পারে সেই দিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, আপাতত শাবকগুলিকে সেখানে রেখে দেওয়া হবে। স্থানীয়রা যাতে সাবধান থাকেন তাঁর আবেদনও জানান তিনি। প্রসঙ্গত, কিলকোট চা বাগান চাপড়ামারি জঙ্গল সংলগ্ন হওয়ায় মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণীরা চলে আসে বাগানে। এর আগেও কিলকোট চা বাগানে চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। খাঁচাবন্দিও হয়েছিল বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ।

পুজোর পরে হোর্ডিং, মণ্ডপ খোলার কাজে এখনও গতি আসেনি

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর আগে প্রশাসনিক বৈঠকে কথা হয়েছিল পুজো মেটার পর দ্রুত দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে লাগানো হোর্ডিং সরিয়ে নেওয়া হবে। খুলে ফেলা হবে মণ্ডপের কাঠামো। কিন্তু সোমবারও বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে মণ্ডপের কাঠামো এবং হোর্ডিং। পুরসভা অবশ্য দাবি করেছে, শহরে দৃশ্যদূষণ, বায়ুদূষণ ঠেকাতে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সেগুলি খুলতে শুরু করেছে কলকাতা বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মীরা। উদ্যোক্তারাও সামিল হয়েছেন একাজে। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওই হোর্ডিংগুলোকে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজও শুরু হবে শীঘ্রই।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পুজোর আগেই কলকাতা পুরসভার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল। ওই বৈঠক থেকেই পুরসভাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, দশমীর পর থেকেই হোর্ডিং খোলার কাজ শুরু করার। যে এজেন্সিরা হোর্ডিং লাগিয়েছে, তাদের পাশাপাশি পুরসভার কর্মীদের একাজে নামানোর কথা বলেছিল পর্ষদ।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক কর্তা সোমবার বলেন, """পুরসভাকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, পুজো মেটার সঙ্গে-সঙ্গে হোর্ডিংগুলি খুলে পুনরায় ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে। কেননা, এগুলি পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক।""" নির্দিষ্ট সময়ের পরেও এই হোর্ডিংগুলি না খোলার কারণে গাড়ি চালকরা সিগন্যাল দেখতে না পাওয়ার অভিযোগে সরব হন ফি বছর। হোর্ডিং খুলে পড়ার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থেকে যায়।

লালবাজারেও পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে তৎপর হওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। যে তৎপরতার সঙ্গে কাজ চলছে তাতে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ৯০ শতাংশ হোর্ডিং, ব্যানার খুলে ফেলা সম্ভব হবে বলে দাবি পুর কর্তাদের। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তর বক্তব্য, """শুধু হোর্ডিং দ্রুত খুলে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তুললেই হবে না। হোর্ডিং লাগানোর সময় গাছের কোনও ক্ষতি করছে কিনা সেদিকে নজর রাখাটাও জরুরি।"""

মিজোরামে ভোট-প্রচারে অসমের পাথারকান্দি এবং ত্রিপুরার বিধায়ক যথাক্রমে কৃষ্ণেন্দু পাল ও প্রমোদ রিয়াং

মামিত (মিজোরাম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : মিজোরামে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ভোট-প্রচারে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও জন বারোলা এবং নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটনের সঙ্গে এসেছেন পাথারকান্দি (অসম))—র বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। প্রচারে এসেছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংও।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্দেশে আগামী ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নেমেছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

নির্ধারিত কার্যসূচি মোতাবেক রবিবার দলবল নিয়ে মিজোরামের মামিত জেলার হাচেক নির্বাচনী এলাকায় এসে পৌছেছেন বিধায়ক পাল। এখানে তিনি বিজেপি প্রার্থী মালসওমতলুং-এর এক নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন। জনসভায় হাচেক সহ পার্শবর্তী নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীদের সঙ্গে ছিলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও জন বারোলা, নাগাল্যান্ডের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটন, ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং সহ অন্যরা।

দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচন পর্যন্ত হাচেক এবং পার্শবর্তী এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার চালিয়ে যাবেন তাঁরা, জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিজোরামের মামিত জেলা সহ দক্ষিণাঞ্চলে চাকমা, ব্রু (রিয়াং), মারা এবং লাই জনগোষ্ঠীয় ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের ভোট টানতে জোর দিয়েছে বিজেপি।

পুজোর ছুটিতে ফাঁকা আলমারি দেদার লুঠপাট

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দুর্গাপুজোর ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকেই ফের খুলল সমস্ত সরকারি দফতর। স্বাভাবিক হচ্ছে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। কিন্তু, এদিন সকালে অফিস খুলতে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। ফাঁকা অফিস! ভিতরে রীতিমতো তোলপাড় হয়ে গিয়েছে।ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটা থানার কুকড়াহাতি অঞ্চলের পঞ্চায়েত অফিসে। দুর্গাপুজোর লম্বা ছুটির সুযোগে এই পঞ্চায়েত অফিসে হাত সাফাই করে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অন্ততঃ এমনই অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যে ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে সুতাহাটা থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন পঞ্চায়েত অফিস খোলার আগে সকালে দু'জন সাফাই কর্মীকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এসে পঞ্চায়েতের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। সেই সঙ্গে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে পান পঞ্চায়েতের ভেতরের আসবাবপত্রও তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।এরপরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্যরা। ছুটে আসেন এলাকার বাসিন্দারাও। পরে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে আসে সুতাহাটা থানার পুলিশ।

৭ জন

● প্রথম পাতার পর

জুড়ে। এ নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পরেছে স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে। জনমনেও ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

দাম!

● প্রথম পাতার পর

পেয়াঁজের দাম বেড়েছে।

জনৈক ব্যবসায়ীর মতে, বাজারে গত এক সপ্তাহে প্রতি কেজি পেয়াঁজের দাম ৫০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ টাকা। কি কারণে হঠাৎ পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তা জানা নেই তাঁর,এমনটাই জানিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী।

আচমকা পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। পেঁয়াজের মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

৭-৯ নভেম্বর কৈলাসহরে রাজ্যভিত্তিক হকি প্রতিযোগিতা

কৈলাসহর।। রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ ১৭ বছর বালকদের হকি প্রতিযোগিতা আগামী ৭-৯ নভেম্বর কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঊনকোটি জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অর্জন দেবনাথ, জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের ওএসডি কার্তিক দেববর্মা, তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক সুকান্ত মলসই সহ যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিকগণ। এই প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাসকে পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে একটি করে মোট ৮টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিশ্চিন্তপুরে

● প্রথম পাতার পর

ট্রেন চলাচল করবে। যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা শুরু হতে আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ-বিষয়ে ওই প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গুনীন চৌধুরী জানিয়েছেন, আজ পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে পণ্যবাহী ট্রেন নিশ্চিন্তপুর এসেছে। গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত ওই ট্রেন ৮.১ কিমি পথ অতিক্রম করেছে।

তাঁর কথায়, ওই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ১২.২৪ কিমি। তাতে, ভারতের অংশে ৫.৪৬ কিমি এবং বাংলাদেশের অংশে ৬.৭৮ কিমি রেলপথ রয়েছে। তিনি বলেন, ভারত থেকে রওয়ানা দিলে বাংলাদেশে প্রথম গঙ্গাসাগর স্টেশন ছুবে। আজ ওই পণ্যবাহী ট্রেন পুণরায় বাংলাদেশ ফিরে যাবে। তাঁর দাবি, আপাতত মিটার গেজে পণ্যবাহী ট্রেন চলবে। ভারতের অংশে ব্রডগেজের কাজ সমাপ্ত হতে আরও ১ থেকে ২ মাস সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এই মুহূর্তে দুই দেশের মধ্যে শুধুই পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করবে। কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা মিটে গেলে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে যাবে।

এদিন তিনি জানান, আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পে ভারতের অংশে ৮৬২.৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হতে খরচ আরও কিছুটা বাড়বে। তিনি বলেন, আগামী ১ নভেম্বর ওই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ওই অনুষ্ঠানে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রথম ট্রেন চালিয়ে আসার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে খুবই গর্বিত বোধ করছেন লোকো মাস্টার মাহফুজুর রহমান। বাংলাদেশের গঙ্গাসাগর থেকে নিশ্চিন্তপুর স্টেশনে পণ্যবাহী ট্রেন চালিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আজকের দিনটি আমার জন্য খুবই স্মরণীয় মুহূর্ত। ভারতে ট্রেন চালিয়ে আসার খুশি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ঢাকা-চিটাগাং রুটে বহু ট্রেন চালিয়েছি। ২০০৪ সালে প্রথম সহকারী লোকো মাস্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছি। তারপর ২০১৪ সাথে লোকো মাস্টার পদে পদোন্নতি পেয়েছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ রেলের পূর্বাঞ্চল থেকে ভারতে ট্রেন চালিয়ে আসার জন্য প্রথম লোকো মাস্টার হিসেবে সুযোগ পাওয়ায় খুবই গর্বিত বোধ করছি। তাই, বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্ত কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আজ থেকে প্রায় দেড় মাস আগে জানতে পেরেছিলাম, ভারতে পণ্যবাহী প্রথম ট্রেন নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে বাছাই করা হয়েছে। তাঁর মতে, রেল পরিষেবা সূচনার ফলে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে।

এদিন বাংলাদেশ রেলওয়ের চিটাগাং জোনের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মহম্মদ মহিউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, আজ ওই পণ্যবাহী ট্রেনে লোকো মাস্টার মাহফুজুর রহমান, সহকারী লোকো মাস্টার রোকন মিয়া, গার্ড আব্দুল রহিম, এসএসএ লিয়াকত আলী এবং এসএস ফিডার রুবেল মিয়া-কে সাথে নিয়ে এসেছি। তাঁর কথায়, আগামী ১ নভেম্বর ওই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তবে, উদ্বোধনী দিনে কি ধরনের পণ্য বহন করে আনবে ট্রেন তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার চাহিদার উপর ভিত্তি করে পণ্য নিয়ে আসবে ট্রেন। তবে, সে-বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল লাইনের ধরণে দুই দেশের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ত্রিপুরায় ব্রডগেজ রেল চলাচল করছে। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশই মিটার গেজে ট্রেন চলছে। তবে, আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজের সুবিধা রয়েছে। তাই, বিভিন্ন দিক বিবেচনা করেই ট্রেনে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা হবে, বলেন তিনি।

দাদু-নাতিন

● প্রথম পাতার পর

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে বহু স্থানীয় মানুষ আজ ইন্দো-বাংলা সীমান্তে জড়ো হয়েছিলেন। সাইরেন বাজিয়ে ট্রেন আসছে, চোখ ঝলসানো এই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করে রেখেছেন অনেকেই। তাঁদের সকলের মধ্যে আন্নান মিয়া(৬৮)-কে ভীষণ আবেগপ্রবণ হতে দেখা গেছে।

তিনি বলেন, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকেই এই নিশ্চিন্তপুর এলাকায় স্থায়ী বাসিন্দা আমরা। সীমান্ত লাগুয়া এই এলাকায় নানা ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু, আজ রেলের জন্য ছবিটা পুরো পাল্টে গিয়েছে। কিছুটা আবেগের সুরে বলেন, বাংলাদেশ থেকে ট্রেন এই নিশ্চিন্তপুরে আসবে জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারব ভাবিনি কখনো। সবই যেন স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে এখনো।

তাঁর দাবি, এই রেলের জন্য জমি দিয়েছি। এখন রেলওয়ে থেকে আরও জমি চাইছে। উন্নয়নের প্রশ্নে তাতেও রাজি আছি। তাঁর কথায়, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপনে নিশ্চিন্তপুর সহ আশপাশের এলাকার মানুষ ভীষণ উপকৃত হবেন। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের জন্য যখন আমাদের কাছে রেলওয়ে থেকে জমি চেয়েছিল, তখন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে ভুগছিলাম। কিন্তু, এলাকা এবং ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রশ্নে সাহস করে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন বুঝতে পারছি, সেদিন সাহস দেখাতে না পারলে আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারতাম না।

আন্নান মিয়া-র মতো আরও অনেকেই এই রেল প্রকল্পের জন্য জমি দিয়েছেন। তাঁদের সময়োচিত সহযোগিতা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের নতুন করিডোর খুলে দিয়েছে। তাতে, শুধু ত্রিপুরা নয়, উপকৃত হবে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

ধনতেরাস

● আটের পাতার পর

জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।' তিনি আরো বলেন, ' যত বছর এগিয়েছে ততই এই "চমক ভরা ধনতেরাস" তার ব্যাপ্তিতে আরো বড় হয়েছে। দিনগুলো আরো সুন্দর করে তুলতে সোনা ও হীরের সুন্দর সম্ভারের পাশাপাশি আমরা নানা রকমের উপহার, লাকি ড্র ও অফারের বিশেষ ব্যবস্থাও করি।'সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "আমরা আমাদের প্রিয় ক্রেতাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাঁরা আমাদের উপর নিরন্তর তাঁদের ভরসা বজায় রেখেছেন। তাদের কাছে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। যাতে নিত্যনতুন ডিজাইনের গয়না সম্ভার নিয়ে আসতে পারি। যা তাঁদের অর্থের সঠিক মূল্যায়ন করার পাশাপাশি মনের সাধও পূরণ করবে।'"চমক ভরা ধনতেরাস" অফারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ত্রিপুরার (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুর) সব ক"টি শোরুম এবং কলকাতার সব (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শোরুমেও ১লা নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। উৎসবের দিনগুলো আপনাদের জীবনে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এই আলোর উৎসব পরিপূর্ণতা পাক, এটাই কামনা করি। সকলকে আলোর উৎসবের অফুরন্ত শুভেচ্ছা ও চমকভরা ধনতেরাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিসমাপ্তি হয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

বি এস এফ জওয়ান, টি এস আর এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনকে অবগত করা হয়। পরবর্তী সময় মহকুমার ডিসিএম-এর উপস্থিতিতে পুলিশ, বিএসএফ ও টিএসআর জওয়ানরা মামন মিয়ার বাড়িতে তল্লাসি অভিযান চালায়। এই তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী। তবে এইদিন কাউকে আটক করা যায় নি। তিনি আরও জানিয়েছেন বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তার খোঁজ অব্যাহত রয়েছে।

অন্তত ১২

● আটের পাতার পর

জানান, 'রিও ব্লাঙ্কো বিমানবন্দর থেকে টেকঅফের পরপরই বিমানটি জঙ্গলে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে প্রত্যন্ত এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ায় তথ্যপ্রমাণ খুঁজে বের করতে সমস্যা হতে পারে।

আত্মঘাতী করিমগঞ্জের উজানডিহিতে প্রতিবেশী যুবকের উপর প্রাণঘাতী হামলাকারী আবদুল বাসিত

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জের উজানডিহিতে প্রতিবেশী যুবকের উপর প্রাণঘাতী হামলাকারী আবদুল বাসিত আত্মহত্যা করেছে। নিজের বাসগৃহের বারান্দায় গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে বাসিত। ঘটনার নেপথ্যে পরকীয়ার গুঞ্জন উঠেছে!গতকাল অর্থাৎ রবিবার সাতসকালে বাজারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড উজানডিহির আলতাফ হুসেনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল প্রতিবেশী আবদুল বাসিত। ওই ঘটনার তদন্তেপও নেমে পুলিশ বাসিতকে গ্রেফতার করার চেষ্টা চালিয়েছিল! কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘণ্টার আগেই স্বগৃহের বারান্দায় আত্মহত্যা করে ফেলেছে আবদুল বাসিত। এ ঘটনার পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে আবদুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কিন্তু কেন এই চরম পথ বেছে নিয়েছে বাসিত? কেন-ই-বা আলতাফের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালালো? আর কেন-ই-বা ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই সে নিজের গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করে চিরতরে বিদায় নিল এই পৃথিবী থেকে। এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও জানা যায়নি! গতকাল সকালে আলতাফকে প্রাণে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল বাসিত। আর এদিন রাতেই, অর্থাৎ ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই সে আত্মহত্যা করে আরও রহস্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এলাকাজুড়ে।স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে পরকীয়া! তবে এর জন্য পুলিশি তদন্তের অপেক্ষা করতে হবে! গুঞ্জন ও অভিযোগ উঠেছে, আবদুল বাসিতের স্ত্রীর সঙ্গে আলতাফের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আর ওই পরকীয়ার খবর পেয়েই নাকি আলতাফের উপর হামলা চালায় বাসিত। তবে এ সব কেবলমাত্র গুঞ্জন ও অভিযোগ! সঠিক উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে পুলিশি তদন্তের। দুটি ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে বৃহত্তর বাজারঘাট এলাকাজুড়ে।উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার সাতসকালে নিজের বাড়ির সামনে রাস্তায় পেয়ে আলতাফ হুসেনকে দা দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে খুনের চেষ্টা করেছিল আবদুল বাসিত। বর্তমানে গুয়াহাটিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে আলতাফের।

বিয়েতে নারাজ, কন্যাশ্রীর টাকা তুলে মুম্বইয়ে পাড়ি! লাউদোহার নিখোঁজ তিন বোন উদ্ধার দমদমে

দুর্গাপুর, ৩০ অক্টোবর (হি. স.): বিয়েতে নারাজ। আর তাই কণ্যাশ্রীর টাকা তুলে মুম্বইয়ে পাড়ি তিন বোন। অবশেষে মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে দমদমে উদ্ধার হল ওই তিন বোন। সোমবার দুই নাবালিকা বোনকে আসানসোলের জুভেনাইল আদালতে এবং বড় বোন নেহা খাতুনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ঘটনায় জানা গেছে, চলতি মাসের ২২ তারিখ দুর্গাপুর-ফরিদপুর (লাউদোহা) থানার তিলাবনি গ্রাম থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তিন বোন। ঘটনার পর বাড়ির তরফ থেকে লাউদোহা থানায় নিখোঁজ ডাইরি করা হয়। সেই মত তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বড় বোন উচ্চ মাধ্যমিকে অকৃতকার্য্য। মেজো বোন বীরভূমের পাথরচাপুরি উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ছোট বোন দশম শ্রেণীতে পড়ে লাউদোহায়। সম্প্রতি বড় বোন ও মেজো বোনের বিয়ে ঠিক হয়। সেই বিয়েতে আপত্তি ছিল তাদের।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এরপরই তিন বোন ২২ অক্টোবর তাদের কন্যাশ্রীর টাকা তুলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে বাসে চেপে আসানসোল যায়। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে চেপে মুম্বই। সেখান থেকে ফের হাওড়ায় ফিরে আসে। তারপর সেখান থেকে দমদম স্টেশনে যায়। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে ফরিদপুর থানার পুলিশ দমদমে পৌঁছে যায়। রবিবার তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার উদ্ধার হওয়া দুই নাবালিকাকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুই নাবালিকাকে আসানসোলের জুভেনাইল আদালতে এবং বড় বোন নেহা খাতুনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। দুই নাবালিকার ১৮বছরের নিচে যাতে বিয়ে দেওয়া না হয় সেজন্য বাবা নাসিমুদ্দিন খানের কাছে মুচলেকা লেখানো হয় এবং তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

স্নান করতে নেমে কাঁকসায় সেচ খালের জলে তলিয়ে গেল নাবালিকা

দুর্গাপুর, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : স্নান করতে নেমে সেচ ক্যানেলের জলে তলিয়ে গেল এক নাবালিকা। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার পশ্চিম ক্যানেলপাড় এলাকায় স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, তলিয়ে যাওয়া নাবালিকার নাম রাজকুমারী মাহাতো(১০), কাঁকসার কোঁড়া পাড়ার বাসিন্দা। কয়েকদিন আগে পশ্চিম ক্যানেলপাড়ে মামা বাড়ীতে এসেছিল। এদিন দুপুরে দুই ভাই বোন স্নান করতে নেমেছিল। ওইসময় ক্যানেলের জলস্রোতে তলিয়ে যায় দুজনই। তলিয়ে যেতে দেখে সেখানে থাকা লোকজন তার ভাইকে উদ্ধার করতে পারলেও দিদিকে উদ্ধার করতে পারেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জেলেদের সাহায্য খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশী চলছে।

সরকার কি জেলের ভিতর থেকে চলবে, প্রশ্ন সুকান্তর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): শিক্ষা-রেশন দুর্নীতি নিয়ে বর্তমানে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। তৃণমূল সরকারের একের পর এক মন্ত্রী জেলে, সোমবার কলকাতায় এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।রাজ্য বিজেপির সভাপতি এদিন বলেন, "যে পরিস্থিতির দিকে বাংলা এগোচ্ছে, সরকার কোথা থেকে চলবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। সরকার কি জেলের ভিতর থেকে চলবে, না জেলের বাইরে থেকে চলবে। এই ধরনের সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হলে কেন্দ্র অবশ্যই পদক্ষেপ করবে"।রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, আগামীদিনে বাংলার সরকার কোথা থেকে চলবে সেটা প্রশ্নের। এই ভাবে যদি প্রশাসনিক কোনো সংকট দেখা দেই তাহলে কেন্দ্র নিশ্চয় পদক্ষেপ নেবে। আমরা অবশ্যই জানাবো সব তথ্য।রাজ্য বিজেপি সভাপতির কথায়, "তৃণমূল নিজেদের দুর্নীতি থেকে চোখ সরাতে এসব করছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে মিথ্যে অপপ্রচার করছে তৃণমূল। আমরা আগামী মাসে কয়েক লক্ষ বঞ্চিত সাধারণ মানুষ যারা কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার সুযোগ পায়নি কাটমানি না দিতে পেরে তাদের একত্রিত করে সমাবেশ করব।"

অসুস্থতার দোহাই দেওয়ার উপায় রইল না মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): জেরা এড়াতে আর অসুস্থতার দোহাই দেওয়ার উপায় রইল না মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।আট রকমের রক্ত পরীক্ষা, জোড়া সিটি স্ক্যান এবং মনোবিদের পরামর্শের ভিত্তিতে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেওয়া হল একেবারে স্থিতিশীল। তাঁকে জেরা করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা নেই।এদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়া জ্যোতিপ্রিয়র হাসপাতালে কী কী পরীক্ষা হয়েছে, তা সোমবার আদালতে জমা দিয়েছে ইডি। ব্যাঙ্কশাল আদালত জ্যোতিপ্রিয়র ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এর পরই আদালত তাঁকে কম্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা বলে। কিন্তু মন্ত্রীর পরিবারের পছন্দ ও দাবিমতো বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে জ্যোতিপ্রিয়র কী কী শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে জমা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি।পাশাপাশি জ্যোতিপ্রিয়কে ভর্তি নিতে না চেয়ে আদালতের নির্দেশ ফের বদলের আবেদন করা হয়েছিল কম্যান্ড হাসপাতালের তরফে। তবে তাদের আর্জি এদিন খারিজ হয়ে যায়। আদালত জানিয়ে দেয়, প্রয়োজনে কম্যান্ড হাসপাতালেই চিকিৎসা হবে মন্ত্রীর।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচের রাতে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো, থাকছে বাসও

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : রাত পোহালেই ক্রিকেটের 'নন্দন কানন' ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। ইতিমধ্যে ইডেন হাউসফুল। বিক্রি হয়ে গিয়েছে প্রায় সব টিকিট।আর বিশ্বকাপের এই ম্যাচ দেখে বাড়ি ফেরা দর্শকদের চিন্তা দূর করল কলকাতা মেট্রো। ম্যাচের দিন চলবে অতিরিক্ত মেট্রো। সীমান্ত পেরিয়ে আসা দর্শকদের কথা মাথায় রেখে চলবে অতিরিক্ত বাসও।

ক্রিকেটপ্রেমীদের চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। জানিয়ে দিল, মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার পর এক জোড়া মেট্রো চালাবে তারা। রাত পৌনে ১১টায় এসপ্ল্যানেড থেকে একটি মেট্রো যাবে দক্ষিণেশ্বর। শেষ স্টেশনে পৌঁছবে রাত ১১টা ১৮ মিনিটে। একই সময় আরেকটি মেট্রো এসপ্ল্যানেড থেকে রওনা দিয়ে কবি সুভাষে পৌঁছবে রাত ১১টা ১৮ মিনিটে। ফলে চির প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মাচ দেখে বাড়ি ফিরতে সমস্যায় পড়বেন না দর্শকরা।

শুধু কলকাতার দর্শক নয়, দুই দলের ম্যাচ দেখতে সীমান্ত পেরিয়েও আসছেন দর্শকরা। তাঁদের কথা মাথায় রেখে চলবে অতিরিক্ত বাসও। এমনই খবর পরিবহণ দফতর সূত্রে। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, একজোড়া বিশেষ মেট্রো সব স্টেশনেই থামবে। খোলা থাকবে টিকিট

সিঙ্গুর মামলায় 'আরবিট্রেশনে' ধাক্কা খেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : বড় ধাক্কা রাজ্যের। সিঙ্গুরের জমি নিয়ে 'আরবিট্রেশনে' জয় পেল টাটা মোটরস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে ৭৬০ কোটি টাকা পাবে তারা। সঙ্গে যুক্ত হবে ৬ কোটি টাকা সুদ। সবমিলিয়ে টাটা মোটরসকে ৭৬৬ কোটি টাকা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। জানিয়ে দিল আদালত। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে বলে টাটা গোষ্ঠীর তরফে জানানো হয়েছে।টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। ট্রাইব্যুনালের এই নির্দেশকে রাজ্য সরকার চ্যালেঞ্জ করবে বলেই অনুমান। যদিও এবিষয়ে নবান্নের তরফে এখনও কিছু বলা হয়নি।এদিন একটি বিবৃতি দিয়ে টাটার তরফে বলা হয়েছে, '২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর তিন সদস্যের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে সিঙ্গুরে অটোমোবাইল কারখানা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা দিতে বলেছে ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ১১ শতাংশ সুদ দিতে বলা হয়েছে।'

'আশীর্বাদ নিতে' মুকুল রায়ের বাড়িতে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার অসুস্থ মুকুল রায়ের কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে দেখা গেল রাজ্যের এক তাবড় মন্ত্রীকে। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধায়কের বাড়িতে যান সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। দু"পক্ষই একে সৌন্য সাক্ষাত বলে দাবি করলেও, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পর এই ঘটনায় অঙ্ক কষতে শুরু করেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন মুকুল রায়। এক সময় তিনিই ছিল তৃণমূলের অঘোষিত "নম্বর টু"। পরবর্তীকালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মুকুল। বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। ফের মাঝে তাঁর দিল্লি যাত্রা ঘিরে ছড়িয়েছিল তীব্র জল্পনা। এই মুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাড়ি থেকে তেমনভাবে বের হতে পারেন না এই বর্ষীয়ান বিধায়ক।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অবশ্য সেচমন্ত্রী বলেন, "বিজয়া করতে এসেছিলাম। মুকুলদার কাছে আমি প্রতিবার বিজয়া করে আসি। দাদাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম। কালই শুভ্রাংশুকে জানিয়েছিলাম যে আসব। মুকুলদার চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছে। আমরা ধারণা মুকলদা সুস্থ হয়ে উঠবেন। দাদা ভালো রয়েছেন, এটা দেখে ভালো লাগল।"

বাকি ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ইংল্যান্ড

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর(হি.স.): চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাকি ম্যাচগুলোতে ঘুরে দাঁড়ানোর তাগিদ ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ ম্যাথু মটের।বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডেরও জানা ছিল না আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নতুন বাছাই প্রক্রিয়া। ভারতের বিপক্ষে বড় হারের পর তারা জানতে পেরেছে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ৭টি দল ২০২৫ এ পাকিস্তানে হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলবে। আইসিসির এই ঘোষণার পর নড়েচড়ে বসেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এই হতাশার বিশ্বকাপে এখন তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকেট নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য।উল্লেখ্য বাংলাদেশের সমান ২ পয়েন্ট থাকলেও নেট রান রেটে পিছিয়ে থেকে টেবিলের তলানিতে রয়েছে টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ফলে এখন অনেকটাই অনিশ্চিত ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডের অংশগ্রহণ। গতকাল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জশপ্রীত বুমরাহর খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। তিনি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে পাক বোলারদের থেকেও ঘাতক বুমরাহ। ওই এখন বিশ্বসেরা। বলের উপরে নিয়ন্ত্রণ, গতি, বৈচিত্র্য-সব মিলিয়ে বুমরাহ একজন সম্পূর্ণ বোলার। নতুন বলে এই ধরনের পিচে মুভমেন্ট, গতি, ফলো থ্রু দেখার পরে বলতেই হবে ও কমপ্লিট বোলার।"

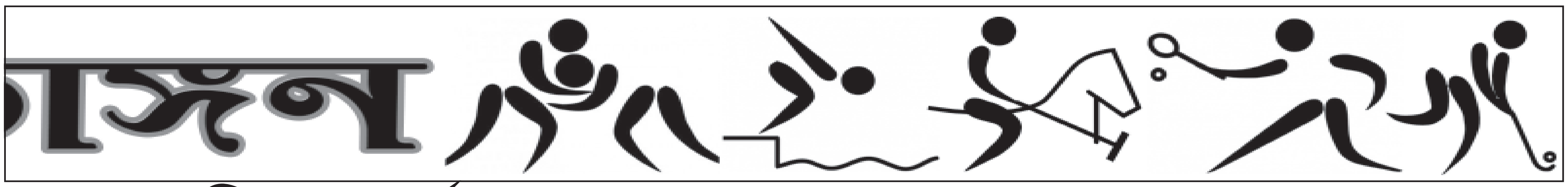

ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২য় ম্যাচে ওড়িশায় হোঁচট ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। দ্বিতীয় ম্যাচেই হোঁচট খেলো ত্রিপুরা। তাও ওড়িশার কাছে ১৭ রানের ব্যবধানে। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ স্টেট এ ট্রফি এক দিবসীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে মনিপুরের বিরুদ্ধে ৭৯ রানে প্রত্যাশিত জয়ের পর অনেক ক্রিকেট প্রেমীরা-ই ত্রিপুরা দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলেন। কার্যত মাঠে আজ রেজাল্ট তেমনই হল। হরিয়ানাতে শেওয়াগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ওড়িশা দলকে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার খেলতে পারেনি। তবে ৪৫.৫ ওভার খেলে ওড়িশা ১৫০ রানের টার্গেট দাঁড় করায়। দলের পক্ষে অধিনায়ক অনিল পরিদার সর্বাধিক ৪২ রান ছিল। রাজ্য দলের বোলার রিয়াজ উদ্দিন ২৮ রানে এবং স্বরাব সাহানি ৩১ রানের বিনিময়ে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া দানবীর সিং, সন্দীপ সরকার ও আনন্দ ভৌমিক পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের শুরু এবং শেষ একই মানের হয়েছে। ৪৮.২ ওভার খেলে ১৩২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

রিয়াজুদ্দিনের ২৪ রান এবং দানবীর সিং এর ১৯ রান একটু চোখে পড়ার মতো। ওড়িশার আশুতোষ সুরিয়া, সম্বিত বড়াল ও রাকেশ বিশুয়াল প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, আজ অপর দুটি ম্যাচে ছত্তিশগড় ৬ উইকেটের ব্যবধানে মনিপুরকে এবং গোয়া এক উইকেটের ব্যবধানে গুজরাট কে পরাজিত করেছে।

অনূর্ধ ২৩ পুরুষদের জাতীয় ক্রিকেট : ই-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
ছত্তিশগড়	২	২	০	০	২.২৩২	৮
মুম্বাই	১	১	০	০	৩.৫৪৭	৪
ত্রিপুরা	২	১	১	০	০.৬২০	৪
গোয়া	২	১	১	০	-০.২২৯	৪
ওড়িশা	২	১	১	০	-০.৯৪৭	৪
গুজরাট	১	০	১	০	০.৬৯৮	০
মনিপুর	২	০	২	০	-১.৯৮৬	০

মহিলা ক্রিকেট : লড়াই করে হরিয়ানায় হেরে পঞ্চম স্থান পেয়ে ফিরছে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-১২৮(২০) হরিয়ানা-১২৯/৭(১৯.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। পঞ্চম বোলারের অভাবে পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। হরিয়ানাকে একসময় চাপে রেখেছিলো ত্রিপুরা। রাজ্যদলের গড়া ১২৮ রানের জবাবে ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪৪ রান করেছিলো ত্রিপুরা। ওই সময়ই নিয়মিত ৪ বোলারকে দিয়ে ওভার শেষ করিয়ে নেন ত্রিপুরার অধিনায়িকা। শেষ পর্যন্ত এতেই 'কাল' হলো। পঞ্চম বোলারের অভাবে জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হলো ত্রিপুরার। জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। তিরুবানন্তপুরমের স্পোর্টস হাব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৩ উইকেটে। ত্রিপুরার গড়া ১২৮ রানের জবাবে হরিয়ানা ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। গ্রুপে ৭ ম্যাচ খেলে হরিয়ানা ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে এবং ত্রিপুরা ১২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকে। সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরা ১২৮ রান করে। ত্রিপুরার দুই ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এবং ইন্দ্রাণী জমাতিয়া শুরুটা ভালো করেছিলেন। ওপেনিং জুটিতে ৫৬ বল খেলে ৭১ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার স্বপ্ন দেখাতে থাকেন। মৌচৈতি ২৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং ইন্দ্রাণী৩৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করেন।

ওই দুজন আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস।শেষ দিকে মৌটুসী দে ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং হেনা হটচান্দিনী ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

হরিয়ানার পক্ষে অমনদ্বীপ কৌর ১৪ রান দিয়ে ৫ টি এবং শীতল রাণা ১১ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতে ত্রিপুরার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে চাপে থাকে হরিয়ানা। শেষ দিকে দলনায়িকা শেফালি বর্মা, রিমা শিশুদিয়া এবং সুমন গুলিয়ে দুরন্ত ব্যাটিং করে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দেয় হরিয়ানা-কে। হরিয়ানা ২ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে শেফালি ২৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, সুমন ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, রিমা ২৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং শীতল রাণা ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন।

ত্রিপুরার পক্ষে প্রীয়াঙ্কা আচার্য, হেনা হটচান্দিনী, রেশ্মা নায়েক এবং নিবেদিতা দেবনাথ ১ টি করে উইকেট পেয়েছেন। আসরে ৭ ম্যাচ খেলে ২ টি ম্যাচে জয়, ৩ টি ম্যাচে পরাজয় এবং ২ টি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিলো।

NOTICE INVITING SPOT QUOTATION

Short "Notice Inviting Quotation" is inviting on behalf of the Education Youth Affairs & Sports from interested manufacturer / registered suppliers / agencies / Co-operative societies of Tripura having valid trade license for electronic items (mentioned below) for purchasing following items for Directorate of Youth Affairs & Sports, Shiksha Bhawan, 4th Floor, Office Lane, Agartala, Tripura. The details and specification of the item are given below:-

Sl No	Product Name	Specification
1	Xiaomi Pad 6 (Tablet)	Processor – Snapdragon 870,144 Hz refresh rate, RAM – 6 GB ,ROM – 128 GB, Display size – 11 inch, Resolution – 2.8K+Dolby Atmos Quad Speakers
2	Canon PIXMA Mega Tank GM4070	All in One (Print, Scan, Copy) Ink tank Monochrome Printer (Black 6000 Prints) with ADF and Auto Duplex Printing.
3	Epson Eco Tank L6460 Colour	Epson Eco Tank L6460 A4 All in one Duplex Ink Tank Printer Colour.
4	Computer Table/Desk	Plywood made.
5	Computer Chair	Removable reusable stretchable Seat Cover, anti-slip, wrinkle resistant, hand rest and 5 wheeled.

Sealed quotation will be received at the Directorate of Youth Affairs & Sports, 4 Floor, Shiksha Bhawan, Office Lane, Agartala w.e.f. 30.10.2023 (ll A.M.) to 06.11.2023 (02 P.m.) during office hours (except holidays) and will be: opened on 06.11.2023 at 12.00 P.M. if possible. Details terms & condition will be available in the Notice Board at directorate of Youth Affairs & Sports, 4th Floor, Shiksha Bhawan, Office Lane,Agartala.

ICA/C-2889/23

Youth Affairs & Sports
Govt. of Tripura

PNIT NO: e-PT-IX/EE/RD/GNT/2023-24 DATED -17/10/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Gonda Twisa Division, Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 06/11/2023 for 02 (two) nos. Foot Bridge at different locations at Ganganagar Block area under R.D. Gonda Twisa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9774141320 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Gonda Twisa Division

ICA/C-2885/23

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09/11/2023 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASSOF BIDDER
1	Repairing of existing school building(4 Nos. Classroom) of SARDU KARKARI HIGH SCHOOL under TELIAMURA Block , Khowai District. DNIeT No: 36/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	3,76,500.00	7530.00	45 days	Up to 3PM 09/11/2023	10/11/2023 Hrs on 11.00 AM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2879/23

Er. B. K. Dey
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PNIeT No.: 23/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24, Dated. 17.10.2023

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

4. Maintenance/renovation of old CMO office at TSSDH complex, Udaipur During the year 2022-23 (near entrance gate on left side of TSSDH complex).
E/ Cost: Rs/-11,64,517.62, ElMoney: Rs/-23,290.00, Time : 180 days.
DNIeT No: 41/DNIT/EE/PWD/UDPIB/2023-24
2. Deveiopment of low land area at the backyard of Rajarbagh Motor stand for placing the vehicle during construction of Rajarbagh Motor stand, Udaipur during the year 2023-24/ SH: earth filling, palasiding, brick soling and allied works.
E/Cost: Rs/-24,23,641.32, E/Money: Rs/-48,473.00, Time : 60 days.
DNIeT No: 42/DNITIEE/PWDIUDPIRY2023-24:
Bid Fee of 1000.00 only (Non Refundable) .
Last Date & Time for Document Downloading & bidding — 08.11.2023 up to 15.00Hrs
The Time & Date of opening of bids — 09.11.2023 at 11.00 Hrs. if possible
For more details kindly visit: /tripuratenders.gov.in

Er. H. Majumder
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura

ICA/C-2873/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/NIeT/EE-KLP /PWD (DWS)/2023-24.

The Executive Engineer, DWS Division, Kalyanpur, Khowai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage (item rate e-tender in single-/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/T TAADC/MES/ CPWD/Railway/Government Organization of other State & Central for the following work:

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 14/CE/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 8,53,15,587.00	Rs. 17,06,312.00	90 days	Rs. 10,000.00
2	DNIe-T No: 15/CE/PWD (DWS)/2023-24	Rs. 6,53,10,633.00	Rs. 13,06,213.00	90 days	Rs. 10,000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 07/11/2023 up to 3:00 PM
Time and date of technical opening of bid: 08/11/2023 at 3:00 PM
Document downloading and biding at application: https: //tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-2867/23

(Er. Gopi Majumder)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সৌজন্যে উদয়পুরে সিন্থেটিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের জন্য আরও একটা মাইলস্টোন গড়তে চলেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে সাংসদ তহবিলে ১৫ লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বিশেষ করে ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের জন্য। এই অর্থ মূলতঃ উদয়পুরে বিকেআই স্কুল কমপ্লেক্সে সিন্থেটিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরি করার জন্য ব্যয় করা হবে। এমপি লোক্যাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিমে সম্প্রতি ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫১৯ টাকা মঞ্জুর এসেছে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সৌজন্যে। এর থেকে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৫১৯ টাকা বিকেআই স্কুল গ্রাউন্ডে সিনথেটিক ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরির জন্য ব্যয় করাতে আলাদা করে রাখার পর অবশিষ্ট ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নবোদয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সংযোগ আরও দ্রুততর করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির ডিভাইস স্থাপনের লক্ষ্যে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মঞ্জুরীকৃত এই অর্থ কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের যথারীতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ প্রয়াস বলা যেতে পারে।

3rd Claimant Notice / Final

Following power chain saw machine were seized by the Forest Personnel under Bagafa Forest Sub-Division while illegally cutting of trees from forest land. Accordingly 02 (two) times claimant notices were issued, but no owners were claimed till date in writing to the Authorized Officer. Details are indicated below:

SN	Type of Power chain Saw Machine	Model No.	Claimant Notices issued
1	2	3	4
1.	Power chain Saw Machine	Model No-STIHL MS-382	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/3585-591 dated 02.07.2022 (1st time) & No. 7464-470 dated 05/08/2023 (2nd time)
2.	Power chain Saw Machine	Model No-STIHL MS-382, Body No.11199673300A	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5176-182 dated 27.07.2022 (1st time) & No. 7443-449 dated 05.08.2023 (2nd time)
3.	Power chain Saw Machine	Model No-STIHL MS-382, Body No.11199673300A	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5183-189 dated 27.07.2022 (1st time) & No. 7437-442 dated 05.08.2023 (2nd time)
4.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5707-414 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7378-385 dated 04.08.2023 (2nd time)
5.	Power chain Saw Machine	------	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5407-414 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7378-385 dated 04.08.2023 (2nd time)
6.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5399-406 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7370-377 dated 04.08.2023 (2nd time)
7.	Power chain Saw Machine	------	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5415-422 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7394-401 dated 04.08.2023 (2nd time)
8.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5169-175 dated 27.07.2022 (1st time) & No. 7450-456 dated 05.08.2023 (2nd time)
9.	Power chain Saw Machine	-----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5475-482 dated 30.07.2022 (1st time) & No. 7386-393 dated 04.08.2023 (2nd time)
10	Power chain Saw Machine	-----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/8624-631 dated 08.09.2022 (1st time) & No. 7338-345 dated 04.08.2023 (2nd time)
11.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/8632-639 dated 08.09.2022 (1st time) & No. 7346-353 dated 04.08.2023 (2nd time)
12.	Power chain Saw Machine	------	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5423-430 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7354-361 dated 04.08.2023 (2nd time)
13.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/3592-599 dated 02.07.2022 (1st time) & No. 7457-463 dated 05.08.2023 (2nd time)
14.	Power chain Saw Machine	----	No. F. 9-2/OR Approved/SDFO/BGF/2020-2021/5391-398 dated 29.07.2022 (1st time) & No. 7362-369 dated 04.08.2023 (2nd time)

Now, therefore, further it is bring to the notice of the legal owner to prefer his / her claim along with all relevant documents in writing to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa) within 15 (fifteen) days from the date of issue of this notice. If fails to prefer his / her claim on any the working days within the stipulated period, the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.

Sd/-(Illegible)
SDFO, Bagafa

ICA/D-1176/23

রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার বার্ষিক সাধারণ বৈঠক

সিনিয়র মহিলা টি-২০, এ-গ্রুপ : পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
পাঞ্জাব	৭	৭	০	০	২.০৮১	২৮
রেলওয়েজ	৭	৫	১	১	৩.৩৬৪	২২
হরিয়ানা	৭	৪	৩	০	০.৬৮৫	১৪
ঝাড়খন্ড	৭	৩	৩	১	০.২১৫	১৪
ত্রিপুরা	৭	২	৩	২	০.৩২৪	১২
আসাম	৭	২	৪	১	-০.২৬৮	১০
বিহার	৭	২	৪	১	-১.৫৭০	১০
সিকিম	৭	০	৭	০	-৪.০৯৩	০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। গভর্ণিং বডির বৈঠক ১৯ নভেম্বর। রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার। ওই দিন বিকেল ৩ টায় এম এল প্লাজাতে হবে সভা। তাতে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে। সংস্থার সকল সদস্য এবং সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শুদ্ধিকরণের নামে নাবালিকার মৃত্যু পুলিশ সদর দপ্তরে বামেদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় নাবালিকাকে শুদ্ধিকরণের নামে নির্যাতনের ঘটনায় গোটা রাজ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ঘটনার সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের অতিসত্বর গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি।

প্রসঙ্গত, আগরতলা বড়দোয়ালি এলাকার নবম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রীকে শুদ্ধিকরণের নামে সাব্রুমে এক রাষ্ট্রবাদী নেতার বাড়িতে নির্যাতন চালানো হয়েছিল। সাব্রুমে এক রাষ্ট্রবাদী নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে নির্যাতিতা মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওই নাবালিকা নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। গুরুতর আহত এবং অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আজ সোচ্চার হয়েছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি।

সংগঠনের অভিযোগ, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পুলিশের কোনও ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সদর পুলিশ হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে তাঁরা।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালনের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি রাজ্যপালের আহ্বান

আগরতলা।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নল্লু আজ এক প্রেস নোটে ভারতরত্ন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামীকাল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালনের জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় একতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেও তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেস নোটে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নল্লু বলেন, ভারতের একতার জন্য সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অবদান অভাবনীয়। প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করি। এই দিনটি বিভিন্ন সরকারি অফিস এবং সংস্থায় সর্দার প্যাটেল জয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয় এবং এই দিনে জনগণ তাঁর মরণীয় অবদান স্মরণ করেন।প্রেস নোটে রাজ্যপাল আরও বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলিকে ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও বক্তব্য রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলোকে ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয়। এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও একতা সুরক্ষিত হয়েছে। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের এই প্রচেষ্টা ভারতের শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

করবুক ব্লকভিত্তিক কৌশল মেলা

করবুক।। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের করবুক শাখার উদ্যোগে সম্পতি করবুক ব্লকভিত্তিক কৌশল মেলার আয়োজন করা হয়। সালকা করবুক ভিলেজের আনন্দবাজারে অনুষ্ঠিত এই মেলার উদ্বোধন করেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা। উদ্বোধকের ভাষণে বিএসি'র ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী ত্রিপুরা কৌশল মেলায় ব্লকের বেকার যুবক যুবতীদের পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করবুক ব্লকের বিডিও দিব্যেন্দ দাস, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের গোমতী জেলা আধিকারিক উত্তম কুমার সাহা, সমাজসেবী অতীন্দ্র রিয়াং, ভগীরথ রিয়াং সহ বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সদস্যগণ। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ কারিগরি শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার স্টলগুলি ঘুরে দেখেন।

মেলায় রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা যেমন শান্তি জিডি ইস্পাত এণ্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, আরুথাল ফাইণ্ডেশন, জোসেফ শ্রী হর্ষ এণ্ড মেরি ইন্দ্রাজা এবং ভি মার্ট রিটেল লিমিটেডের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এই কৌশল মেলায় ব্লকের মোট ৪০ জন বেকার যুবক যুবতী সুবিধা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, করবুক ব্লকে এখন পর্যন্ত ২৩০ জন বেকার যুবক যুবতী এই যোজনায় সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং ৮০ শতাংশের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানে প্লেসমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল চন্দ্র দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩০ অক্টোবর।। প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল চন্দ্র দাস। সোমবার দুপুরে কুমারঘাট রতিয়াবাড়িস্থিত নিজ বাড়িতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র ,এক কন্যা, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার বাসভবনে ছুটে গেছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, প্রয়াত সুনীল চন্দ্র দাস কংগ্রেস -টিইউজেএস জোট জমানায় মন্ত্রী ছিলেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল চন্দ্র দাসের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এক শোক বার্তায় প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল চন্দ্র দাস কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ নেতা ছিলেন বলে দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তার মৃত্যুতে দলের বড় ক্ষতি হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সাতসকালে উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ অক্টোবর।। সোমবার সকালে উদয়পুর মহকুমা জামতলা ব্রিজ সংলগ্ন কেনেলের পারে থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে মহারানী ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। যদিও এলাকাবাসী মৃত যুবককে সনাক্ত করতে পারে নি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে কিল্লা থানাধীন ডাকমুড়া এলাকার মলিন্দ্র জমাতিয়ার ২২ বছরের ছেলে মত সিং জমাতিয়ার মৃতদেহ এটি। পুলিশ জানায় রবিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে সে আর বাড়ি ফিরেনি। সোমবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আমবাসায় রাজ্যভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা

আমবাসা।। রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের বালক ও বালিকা বিভাগের যোগা প্রতিযোগিতা আগামী ৯ নভেম্বর থেকে আমবাসা পঞ্চায়েতরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুরু হবে। চলবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই যোগা প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ২৫০ জন বালক ও বালিকা অংশ নেবে। সম্পতি ধলাই জিলা পরিষদের সভাকক্ষে ধলাই জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি অনাদি সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় জিলা পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মৃদুল দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী, যোগা প্রশিক্ষক ও শারীরশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই যোগা প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি পরিচালন কমিটি ও ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান ও অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে ধলাই জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি অনাদি সরকার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী।

স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে থানার দ্বারস্থ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ অক্টোবর।। গোবিন্দপুর এলাকায় স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ এক অসহায় গৃহবধূ আজ কৈলাসহর মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, যে সুখরাম মুন্ডা, পিতা নাম মৃত রবি মুন্ডা, বিগত ১৫ বছর পূর্বে কমলপুর এলাকার বাসিন্দা করুণা নমঃশূদ্র নামে এক যুবতীকে ভালোবেসে বিবাহ করে। বিবাহের কিছুদিন ভালোভাবে কাটলেও পরবর্তীকালে করুণা নমঃশূদ্রের উপরে নেমে আসে স্বামীর অমানবিক নির্যাতন। প্রতিনিয়ত বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দেওয়ার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করে সুখ রাম মুন্ডা। টাকার জন্য তাকে মারধর করতো বলেও অভিযোগ করেছে করুণা নমঃশূদ্র। এমনকি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকবার বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে দিলেও সুখ রাম ত্রিপুরা আরো টাকা দাবি করতে থাকে বলে অভিযোগ তার স্ত্রীর।

এমনকি, রবিবার রাত আনুমানিক ১১ টা নাগাদ অতিরিক্ত মদ্যপান করে এসে সুখরাম মুন্ডা তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে করুণা নমশূদ্র তার তিন সন্তানকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। সুখরাম মুন্ডা তার স্ত্রীকে হুমকি দেয় যদি আজ তার স্ত্রী বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে তাকে না দেয় তাহলে করোনা নমশূদ্র কে বালিশ চাপা দিয়ে সে মেরে ফেলবে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে আজ কৈলাশহর মহিলা থানায় করুণা নমঃশূদ্র তার স্বামী সুখরাম মুন্ডার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। এখন দেখার বিষয় হল পুলিশ প্রশাসন তদন্তক্রমে কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

ফের জিবি হাসপাতালের পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। প্রধান রেফারেল হাসপাতালে মিলছে না সঠিক পরিষেবা। একাংশ কর্মীদের কারনে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে। জিবি হাসপাতালের হাল কোনোভাবেই ফেরানো সম্ভব হচ্ছে না। একাংশ কর্মী ও ট্যাকনেশিয়ান এর জন্য দায়ী বলে অভিযোগ।

সোমবার বড়জলা থেকে আগত রোগীর এক আত্মীয় হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগ ১০০০ টাকার বিনিময়ে সিটি স্ক্যান করতে হয়েছে। অথচ সিটিস্ক্যানের প্লেটটি খামের পরিবর্তে খালি প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে প্লেট নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থেকেই যায়। এভাবেই সকলকে খামের পরিবর্তে খালি হাতে প্লেট ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদয়পুর রাজনগরের বাসিন্দা আলম মিয়া খাতুন জানান জিবিতে আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে এম আর আই করেছেন তিনি। প্লেটে ময়লা লাগলে পুনরায় করতে হবে। তাদের গাফিলতির কারনে প্লেটগুলি নষ্ট হওয়ায় পুনরায় তাদের এম আরআই করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যকর্মীদের এ ধরনের চরম গাফিলতির কারণে রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে জিবি হাসপাতালে আসা রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটা বিলম্ব হচ্ছে। ঝুঁকি বাড়ছে রোগীদের। বহুবার রোগীর পরিবার পরিজন স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে কথা বললেও তারা কোনো কর্ণপাত করছে না।। প্রতিদিন হাসপাতালে কোন না কোন একটি বিষয় নিয়ে রোগীর পরিবার এভাবে অভিযোগ তুলছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখুক, দাবি পরিবারের সদস্যদের।

বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে রাজ্যে প্রবেশের পথে আটক এক বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। বৈধ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও দালাল চক্রের হাত ধরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে অবৈধভাবে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেও শেষ রক্ষা হল না। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা অবৈধভাবে রাজ্যে আসা বাংলাদেশি যুবককে শেষ পর্যন্ত আটক করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশি যুবকের নাম সোহেল আহমেদ। বাবার নাম শহিদুল্লাহ। বাড়ি নোয়াখালী এলাকায়।

ধৃত যুবকের বক্তব্য কাজের উদ্দেশ্যে সে রাজ্যে এসেছে দালাল চক্রের হাত ধরে। বাংলাদেশের কয়েকজন যুবক মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তাকে তারকাটার বেড়ার উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করিয়েছে। পরবর্তী সময় বিএসএফ তাকে আটক করেছে।

বিএসএফ তার কাছ থেকে বৈধ পাসপোর্ট, বাংলাদেশি টাকা ও বাংলাদেশের সিম কার্ড সহ একটি মোবাইল উদ্ধার করেছে। কৈয়াডেপা বিএসএফ ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা ধৃত যুবককে পরবর্তী সময় মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। মধুপুর থানার এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন ধৃত বাংলাদেশি যুবক কাজের সন্ধানে সে অবৈধ ভাবে রাজ্যে এসেছে। তার সাথে বৈধ পাসপোর্ট রয়েছে। তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে দালাল চক্রের হদিশ মিলবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ।

উড়ালপুলে ফের দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। উড়ালপুল ফের সংবাদের শিরোনামে। এবারে উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনা সোমবার সকালে রাজধানীর বটতলা শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায়। উড়ালপুল থেকে ওই ব্যক্তি নিচে আরো কয়েকজন পথ চলতি লোকের উপর গিয়ে পড়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তারাও। আহতদের তালিকায় শিশুও রয়েছে বলে খবর। এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীদের খবর দেওয়া হলে তারা এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। যদিও উড়ালপুল থেকে নিচে পড়া ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে আহত ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনেরা জানিয়েছেন, এদিন সকালে উনার ভাগিনাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অটো দিয়ে উড়ালপুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার মোবাইল ফোনটি হঠাৎই ছিটকে পড়ায় ওই ব্যক্তিও অটো থেকে ঝাঁপ দেন বলে দাবি পরিবারের। তাতেই মোবাইলটিকে বাঁচাতে গিয়ে উড়ালপুল থেকে ছিটকে নিচে পড়েছেন তিনি। তার বাড়ি বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় বলে জানিয়েছেন তার পরিজনেরা।

আসানসোলে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, বরাতজোরে প্রাণরক্ষা

আসানসোল, ৩০ অক্টোবর, (হি.স.): সোমবার আসানসোলে জাতীয় সড়কে ফের ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত চন্দ্রচূড় মোড়ে দীনেশ গড়াই নামে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল। যদিও বরাত জোরে তিনি রক্ষা পান। গুলি লাগে তাঁর গাড়িতে। ব্যবসায়িক শত্রুতার জেরেই তাঁর উপর দুষ্কৃতী হামলা হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে।জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে আসানসোল উত্তর থানার চন্দ্রচূড় মোড়ের কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ধাবাতে খাবার নিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন দীনেশ গড়াই। খাবার নিয়ে গাড়িতে করে বেরোনোর সময় জাতীয় সড়কের উপরে তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী।তাঁর অভিযোগ, বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু গুলি লাগেনি তাঁর গায়ে। তাঁর গাড়িতে একটি গুলি লেগেছে। কী কারনে এই ঘটনা তা তিনি জানাতে পারেননি। এমনকি, দুষ্কৃতীদেরও তিনি চিনতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।স্থানীয় কাউন্সিলর অর্জুন মাঝি জানিয়েছেন, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে জমি মাফিয়ারা। এলাকার পর এলাকায় অবৈধভাবে জমি দখল করছে জমি মাফিয়ারা। আর সেই কারণেই এই গোলাগুলির লড়াই চলছে।দীনেশ গরাই জানিয়েছেন, তিনি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবসা করেন। যদিও স্থানীয় সূত্রে খবর অতীতে কয়লার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীনেশ গড়াই। ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণেই এমন ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ জানিয়েছে, গুলি চালানোর ঘটনা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে ভেঙে পড়ল বিমান, মৃত সদ্যোজাত সহ অন্তত ১২

একর প্রদেশ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফেরা হল না মাঝ আকাশে বিমান বিভ্রাটে সদ্যোজাতসহ প্রাণ গেল ১২ জনের। ব্রাজিলের একর প্রদেশ থেকে চিকিৎসা করিয়ে ফেরার পথে রবিবার অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে বিমানটি ভেঙে পড়লে বিমানে থাকা ১২জনেরি মৃত্যু হয় ।তথ্য অনুযায়ী, এই ছোট বিমানটি উড়ে ছিল ব্রাজিলের একর প্রদেশের রিও ব্রাঙ্কো বিমানবন্দর থেকে। গন্তব্য ছিল আমাজন প্রদেশের এনভিরা শহরে। বিমানের সব যাত্রী ছিলেন এনভিরার বাসিন্দা। অ্যামাজনে ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় একর প্রদেশে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন এই ১২ জন যাত্রী। চিকিৎসা করিয়ে ফেরার পথেই ঘটে যায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ।জানা গেছে, রবিবার মাঝ আকাশে আচমকাই বিমানে বিভ্রাট দেখা দেয়। এরপরি বিমানটি ভেঙে পড়ে অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে। ভেঙে পড়তেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে বিমানে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের মধ্যেও। সদ্যোজাত সহ মোট ১২ জন যাত্রী ছিলেন বিমানে, প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে ।রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই বিমানে দুই পাইলট, ছয় পুরুষ, তিন মহিলা এবং এক শিশু ছিল। সেই বিমানটি স্থানীয় এক সংস্থার ছিল। "এআরটি ট্যাক্সি অ্যায়রে" নামক সেই উড়ান সংস্থা বা স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য এই দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ভাবে কিছু বলতে পারেনি। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একর প্রদেশের গভর্নর গ্ল্যাডসন ক্যামেলির অফিসের মুখপাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর চমক ভরা ধনতেরাস

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে " চমক ভরা ধনতেরাস "। যা চলবে আগামী ১লা নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।"ধনতেরাস" হল সম্পদ এবং সৌভাগ্যের দেবীকে বাড়িতে স্বাগত জানানোর উৎসব। স্বর্ণ ও হীরের গহনা কেনার মাধ্যমেই এই উৎসব উৎযাপন করার রীতি জ্জ দেবী ধন লক্ষ্মীর আশীর্বাদে এবং সোনা ও হীরে থেকে যে উজ্জ্বল ছটা বেরোয় তাতেই পরিবারের সুখ, শান্তি আর সৌভাগ্য আসে। তাই এই উৎসবের এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।"চমক ভরা ধনতেরাস" হল দীপাবলি উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর সোনা ও হীরের গয়নার বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিবছরের মতো এবারও ১২ দিন ধরে চলা এই বিশেষ "চমক ভরা ধনতেরাসে' থাকছে এমনই কিছু বিশেষ ধরনের গয়নার সম্ভার যা ক্রেতাদের মন ছুঁয়ে যাবেই। তার সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার। এই গয়নার সম্ভারের মধ্যে রয়েছে হাতে তৈরী সোনা ও হীরের গয়না, ঐতিহ্যপূর্ণ এবং হালফিলের আধুনিক ডিজাইনের বিয়ের গয়না যা সকলের নজর কাড়বে। চোখ ধাঁধানো অথচ সাধ্যের মধ্যে হীরের গয়না আর শ্যাম সুন্দর কোম্পানির নিজস্ব ডিজাইনার কালেকশন ও গ্রহরত্নের সম্ভারও তো আছেই।এছাড়া ক্রেতাদের জন্য থাকছে বিশেষ আকর্ষণীয় এক গুচ্ছ অফার এবং সুযোগ :সোনার গয়না কেনাকাটায় থাকছে প্রতি গ্রামে ২৭৫ টাকা ছাড় ।হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে থাকছে ১০০ শতাংশ ছাড়। প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকবে নিশ্চিত উপহার ।প্রতিদিন লাকি ড্র-এ থাকছে গৃহস্থালির সরঞ্জাম জ্জমেগা ড্র তে থাকছে৫টি স্কুটি জেতার সুযোগ !(শারদীয়া স্বর্ণসম্ভার ও চমক ভরা ধনতেরাস-এ যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হবে)এছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুযোগ, পরিষেবা এবং সোনায় সোহাগা অফার (গয়না কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম) , পুরোনো সোনার গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার সুবিধা এবং সোনা ও রুপোর কয়েন সবই পাওয়া যায়। এছাড়া রুপোর বাসনপত্র ও রুপোর তৈরী পুজোর সামগ্রীও থাকছে। সব মিলিয়ে এমন এক বিশেষ উপহার যা দীপাবলির উজ্জ্বল আলো আর দীপ্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সকলের পছন্দের এমন একটি গয়না প্রতিষ্ঠানের নাম যারা এই আলো, খুশি আর আনন্দ উৎসবের সময়কে আরো বিশেষ করে তুলতে ক্রেতাদের জন্য রেখেছে সুন্দর উপহার আর অফুরান শুভেচ্ছা। "চমক ভরা ধনতেরাস"-এর ১৮তম বর্ষের উদযাপন হিসেবে এক বিশেষ প্রিভিউ এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলো ও আনন্দ উৎসবের সূচনায় বিশেষ আলাপচারিতার আসর বসে।

তাতে যোগ দেন চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের জনপ্রিয় তারকা প্রিয়াঙ্কা মিত্র এবং ইধিকা পজ্জল। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল এবছরের "ধনতেরাস ড্যাজেল" নামে গয়না সম্ভারের প্রদর্শন। ধনতেরাস ও আসন্ন উৎসবের মরশুমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর শোরুমে যে সমস্ত গয়না শোভা পেতে চলেছে। এছাড়া ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা জয়তী চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ হয় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর দুই ডিরেক্টর রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহার আতিথেয়তায়। ' শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। এই জুয়েলারি সংস্থার হ্যান্ড ক্র্যাফটেড সোনার গয়না বিশেষ করে "বিষ্ণুপুর", "নকশি কাঁথা" এবং "ডোকরা" সংগ্রহ আমার ভীষণ পছন্দের।'- জানান জয়তী চক্রবর্তী। এদিন তিনি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করে উৎসবের মেজাজকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলেন ।প্রিয়াঙ্কা মিত্র বলেন, "এই জুয়েলারি সংস্থার হীরের গয়নার কালেকশন আমি ভীষণ পছন্দ করি। আজকেও আমি তাদেরই একটি হীরের গয়না পড়ে রয়েছি। সবচেয়ে পছন্দের তাদের আদি-কৃতি সংগ্রহটি ।"ইধিকা পজ্জল বলেন, 'আমি এই সংস্থার একজন গুণগ্রাহী কাস্টমার। এদের "ক্লাসিক ক্যালকাটা কালেকশন" এবং "দ্যা শুভ বিবাহ কালেকশন" যা দেখতে বেশ ভারী আদতে খুবই হালকা, আমার ভীষণ পছন্দের।' সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'ধনসম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবতাকে বাড়িতে স্বাগত জানানোই এই ধনতেরাসের উদ্দেশ্য। আমাদের এই "চমক ভরা ধনতেরাস" ১৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল। যাতে ক্রেতারা ওই বিশেষ দিনে সোনা, হীরের ও রুপোর গয়না কিনে তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।